জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নকশিকাঁথা

কাঁথার ফোঁড়ে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ছবি। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় মহিলাদের সুচ-সুতোয় নকশিকাঁথার প্রদর্শনী হল বুধবার। বোলপুরের মমতাজের ওয়াল হ্যাংিং সকলের নজর কেড়েছে

পুজোয় বৃষ্টি

পুজোতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে পারে। মৌসুমি অক্ষরেখা ফের বাংলার দিকে অবস্থান করছে। ফলে দুর্ভোগে পড়তে পারেন রাজ্যবাসী

কেন্দ্রের গরমিল, চিড়িয়াখানায় কোনও প্রাণীই নিখোঁজ হয়নি

অতিবৃষ্টিতে জলমগ্ন পাঞ্জাব বিপর্যস্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০২ • ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 102 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 4 SEPTEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

তৃণমূলের তীব্র ঝাঁকুনিতে থরহরি কম্প বিজেপিতে

শিক্ষা সেলের ধরনায় তোপ ব্রাত্যর

ডোরিনা ক্রসিং। ভাষা-আন্দোলন মঞ্চ। বক্তব্য রাখছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সঙ্গে তৃণমূল শিক্ষা সেলের নেতৃত্ব।

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার বিধানসভায় যেখানে শেষ করেছিলেন, বুধবার ডোরিনা ক্রসিং-এ তৃণমূলের শিক্ষা সেলের উপচে পড়া ধরনা মঞ্চে ঠিক সেখান থেকেই বিজেপিকে আক্রমণ করা শুরু করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আর বক্তব্যের মেজাজ ও ঝাঁজ দুটোই মঙ্গলবারের থেকে অনেক বেশি। মাইক হাতে বিজেপিকে কার্যত ধুয়ে দিলেন। তীব্র কটাক্ষে বললেন, বিজেপির ধর্মের ট্যাবলেট এখন আর মানুষ খাচ্ছে না, তৃণমূল কংগ্রেস এখন একটা ঝাঁকুনি দিয়েছে। তাতেই কেঁপে গিয়েছে বিজেপি। ব্রাত্যের কথায়, 'ইয়ে তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়/ ২৬ অভি বাকি হ্যায়।' বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস-বাঙালিবিদ্বেষের প্রতিবাদে এবং একই সঙ্গে মেয়ো রোডে সেনা দিয়ে তৃণমূলের ধরনামঞ্চ খুলে দেওয়ার প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডোরিনা ক্রসিংয়ে প্রতিদিনই ধরনা কর্মসূচি চলছে।

মঙ্গলবারের পর বুধবারও ডোরিনা ক্রসিং ছিল ভিড়ে ঠাসা। ব্রাত্য বললেন, এই যা জমায়েত দেখছেন, এর তিন-চারগুণ বেশি জমায়েত আমরা করতে পারি। সেটা করলে এখানে আর গাড়ি চলাচলের জায়গা থাকত না। আমরা কয়েকটা মাত্র জোনকে বলেছি। বিজেপি-শাসিত রাজ্যে যেভাবে বাংলা ভাষা বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে, থানায় নিয়ে গিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে তার তীব্র (এরপর ১২ পাতায়)

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি মেনে মকুব স্বাস্থ্য-জীবনবিমার জিএসটি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
Mamata Banerjee
CHIEF MINISTER, WEST BENGAL

No. 40 - CM/2024 August 02, 2024

Dear Smt. Nirmala Ji,

With deep anguish, I am writing to you regarding the imposition of 18% GST on life insurance and health insurance policies/products and the withdrawal of deductions in the new tax regime under sections 80C and 80D of the Income Tax Act, which, to me, are highly anti-people in nature.

The primary objective of life and health insurance is to provide financial security and support during unexpected times such as illness, accidents, and untimely deaths. These policies play a crucial role in ensuring that individuals and their families are able to cope with financial hardships during such challenging times.

However, the imposition of GST on insurance premium increases the financial burden on the common people. This additional burden may be acting as deterrent for many individuals from taking new policies or continuing their existing insurance coverage, thereby leaving them vulnerable to unforeseen financial distress. Moreover, insurance serves as a vital component of the social safety net, reducing the government's burden in providing direct financial assistance to citizens during such emergency.

We all know that health is wealth. Healthcare is a major social security and it is our commitment to extend to the common people maximum social security in this area to ensure their good health and well-being. Health and life insurance cover is now available to all sections of society, including farmers and daily labourers. Thus, it is quite obvious that imposing burden of GST in health and life insurance will put the common people under greater stress and anxiety, and deprive them of the benefit of social security net. We must, at all cost, avoid it.

Adding to their woes, particularly for the common people, is the withdrawal of incentives that were available under the Income Tax Act in the old tax regime.

Nabanna, West Bengal Secretariat, Howrah - 711 102
West Bengal, India
Page 1 of 2

স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমার জিএসটি মকুব করতে ২ অগাস্ট অর্থমন্ত্রীকে লেখা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি

কমানো হল কিছু ক্ষেত্রে

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি মেনে স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় মকুব করা হল জিএসটি। কিছু ক্ষেত্রে কমানোও হয়েছে। ১২% ও ২৮%-এর স্ল্যাব তুলে দিয়ে নতুন তিনটি স্ল্যাব ৫%, ১৮%, ও ৪০% করা হয়েছে। তবে জিএসটির পরিমাণ ঠিক কী দাঁড়াল, বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করে রাজ্যের প্রাপ্য অনুপাত খতিয়ে দেখছেন।

গত ২ অগাস্ট স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমায় জিএসটি প্রত্যাহার করতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর বুধবারের জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সব রাজ্যের প্রতিনিধিরাই সেই সুরে আলোচনা করেন। বাংলার অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য রাজ্যের তরফে এই দাবি নিয়ে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। যার ফলস্বরূপ সর্বসম্মতিক্রমে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিমা ও জীবনবিমার উপর ১৮ শতাংশ জিএসটি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার সাধারণ মানুষের দাবির জয়। পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে চন্দ্রিমা মনে করিয়ে দেন, (এরপর ১০ পাতায়)

ভাষাসন্ত্রাস : মুখ্যমন্ত্রী আজ বক্তব্য রাখবেন বিধানসভায়

প্রতিবেদন : বিধানসভায় ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষ নিয়ে যে প্রস্তাব এসেছে তার ওপর আজ, বৃহস্পতিবার বলবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে অবশ্য ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হলেও ওইদিন সরকারি ছুটি থাকায় আজ সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নির্ধারিত মন্ত্রিসভার বৈঠকও আজ বিধানসভায় হবে। স্বাভাবিকভাবেই দিনভর সরগরম থাকবে বিধানসভা। ইতিমধ্যেই মঙ্গলবার ব্রাত্য বসুর (এরপর ১০ পাতায়)

নাগরিক আইন : বিভ্রান্তির চেষ্টা পাল্টা তোপ দাগল তৃণমূল

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে দেশ জুড়ে চালু হল অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী আইন। এই আইনে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দেশের সমস্ত রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সিএএ-তে উল্লিখিত নাগরিকত্ব দানের সময়সীমা ২০১৪ থেকে বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর করা হয়েছে। এই ইস্যুতে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে পরপর তোপ দেগেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, সাংসদ সাকেত গোখেল, (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বিদ্বেষ

এত বিদ্বেষ
কোথা থেকে এল?
শীতঘুম থেকে বিদায় নিয়ে
এক অন্ধকার কুৎসিত রাতে
ভীতিশব্দ রূপে এগিয়ে এল
এক পিশাচী আলো।
যা আমাদের সংস্কৃতির চেতনায়
ধূসর বিষণ্ণ শতাব্দী।
নাগিনীদের নিশ্বাসে
কয়েকটা বছর কেটে যায়,
নাগপাশ খুলে যায়—
আস্তে আস্তে অবিরল রাতে।
আর্ত শৃঙ্খলিত প্রাণ
কেন নিয়ে এলে প্রেতপুর
শ্মশানের অগ্নিচিতায়?
কোন পিশাচের অঙ্গুলিহেলনে
ঝরে পড়ে বিধ্বংসী বিভীষিকা!
কেঁপে ওঠে অন্তরাল!
সমুদ্রের শর্বরী তরঙ্গ
শোকের দুঃশাসনে।।
উত্তাল-উন্মাদ
অফুরন্ত উল্লাসে
তমসার অশ্রুরাশি
ভাবে সে বিরাট 'পাহারাদার'!
মরীচিকা ভেঙে যায়
আর্ত ম্লান আঁখিতলে
জেগে ওঠে বিদেহী,
বিদ্রোহের চোখে রক্ত জাগে,
জাগে রহস্যময়ী অন্ধকারী।
ভেঙে যায় আঁধার-প্রাচীর কারা,
"বিদ্বেষ" হয়ে যায় বিলীন।
সত্য সেলুকাস! কি বিচিত্র বিস্ময়।

চিতার সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুঞ্জয়ী মোজাম্মেল

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

সন্ধে নেমেছে। চা-বাগান ঘেরা সরু রাস্তাটা নিস্তব্ধ। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ওই পথ ধরেই সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন পেশায় দিনমজুর মোজাম্মেল হক (৫০)। তখনই রাস্তার পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে কী যেন একটা বেরিয়ে এল। সেই মুহূর্তে খেয়াল না

করলেও পরে ঘটল হাড়হিম-করা ঘটনা! ভয়ে সাইকেল থেকে রাস্তায় পড়লেন মোজাম্মেল। ঝপাৎ করে তখনই তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ! খুবলে খেল নাক, কপাল। এরপরও চলল দীর্ঘ লড়াই। মঙ্গলবার সন্ধে আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা-বাগান সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। রক্তাক্ত অবস্থাতেও সাহসী মোজাম্মেল ছেড়ে দেননি (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

4 September, 2025 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮২৫ দাদাভাই নওরোজি (১৮২৫-১৯১৭)

মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কংগ্রেসের কাতা অধিবেশনে দাদাভাই দলের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এই অধিবেশনেই তিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন। ১৮৮৬, ১৮৯৩, ১৯০৬— এই তিনবার কংগ্রেসের সভাপতি হন। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ ‘পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া’।

১৯০৪ প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) জন্মগ্রহণ করেন। কল্লোল যুগে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং চিত্রপরিচালক। বাংলা সাহিত্যে তার সৃষ্ট জনপ্রিয় চরিত্রগুলি হল ঘনাদা, পরাশর বর্মা, মেজকর্তা এবং মামাবাবু। ছোটগল্প দিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু। মানুষের সম্পর্কের ভাঙাগড়া, মানবমনের জটিলতা, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের ব্যথাবেদনার আঁতের কথা নতুন ভাবে ও ভঙ্গিতে অনন্য স্বকীয়তায় প্রকাশ করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর বিখ্যাত ছোট গল্পসংকলনগুলি হল— ‘বেনামী বন্দর’, ‘পুতুল ও প্রতিমা’, ‘পুন্নাম’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’। প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক যিনি নিয়মিত কল্পবিজ্ঞান বা বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। ‘পিঁপড়ে পুরাণ’ তাঁর প্রথম কল্পবিজ্ঞান রচনা। ‘কুহকের দেশে’ গল্পে তাঁর কল্পবিজ্ঞান ও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির নায়ক ‘মামাবাবু’র আত্মপ্রকাশ। ১৯৪৮ সালে ‘ড্রাগনের নিঃশ্বাস’ প্রকাশিত হলে মামাবাবু চরিত্রটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সৃষ্টিশীলতা বাংলা চলচ্চিত্রের পথেও বয়ে গিয়েছিল। বেশ কয়েকটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন তিনি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল— ‘পথ বেঁধে দিল’, ‘চুপি চুপি আসে’, ‘কুয়াশা’, ‘হানাবাড়ী’। এ-ছাড়াও তিনি বহু সিনেমার কাহিনিকার ও চিত্রনাট্যকার ছিলেন।

১৮৯০ শেখ ওয়াজেদ আলি (১৮৯০-১৯৫১) হুগলির শ্রীরামপুর মহকুমায় বড় তাজপুর গ্রামে জন্ম নেন। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। ‘এস ওয়াজেদ আলি’ নামেই অধিক পরিচিত। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর লেখা ‘ভারতবর্ষ’ নামক ছোটগল্পের একটি লাইন ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে’ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

১৮৮০ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই। অরবিন্দ ঘোষের সহায়তায় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবীদের পত্রিকা সাপ্তাহিক যুগান্তরের সম্পাদক হন। বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার জন্য এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। মুক্তির পর তিনি সহকর্মীদের পরামর্শে ছদ্মবেশে আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখানে তিনি ইন্ডিয়া হাউসে আশ্রয় পান। এরপর তিনি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন এবং দুই বছর পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার গদর পার্টি এবং সোশ্যালিস্ট ক্লাবের সংস্পর্শে এসে সমাজতন্ত্রবাদে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন।

১৮৯৪ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪-১৯৫৯) পুরুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন রসায়নবিদ, শিক্ষক ও আবিষ্কারক। নানা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তার মধ্যে আলোক রসায়ন বা ফোটো কেমিস্ট্রি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ গ্যাস থেকে ফিসার-ট্রপস পদ্ধতিতে তরল অণুঘটকের উপস্থিতিতে জ্বালানির উৎপাদন-বিষয়ে তাঁর গবেষণা দেশেবিদেশে সমাদৃত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। আইআইটি খড়্গপুরের প্রথম ডিরেক্টর। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৩-এ ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৫৪-তে ‘পদ্মভূষণ’ সম্মানে সম্মানিত হন।

১৯৫২ ঋষি কাপুর (১৯৫২-২০২০) জন্ম নেন। রাজ কাপুরের ছেলে। ৭০টির বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ‘ববি’, ‘প্রেম রোগ’, ‘দিওয়ানা’, ‘নাগীনা’, ‘নসীব আপনা আপনা’, ‘ইয়ারানা’, ‘পাতিয়ালা হাউস’-এর মতো একাধিক হিট ছবি ছিল তার ভেতর।

২০০৩ জগন্ময় মিত্র (১৯১৮-২০০৩) চলে গেলেন সুরলোকে। সংগীতশিল্পী। বাংলা আধুনিক ও নজরুল গীতির পাশাপাশি, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা-সহ সংগীতের প্রায় সব প্রচলিত ধারায় তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। অসংখ্য কালজয়ী বাংলা গানের শিল্পী। তবে ১৯৪৮ সালে রেকর্ড করা ‘চিঠি— তুমি আজ কত দূরে’ গানটি তাঁকে অমরত্ব এনে দেয়।

পার্টির কর্মসূচি

■ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিজেপির বাংলাবিদ্বেষী চক্রান্তে সেনার অপব্যবহার, বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের অসম্মানের প্রতিবাদে শ্রীরামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি সন্তোষ সিংয়ের উদ্যোগে বিশাল মিছিল করল তৃণমূল। মিছিলে ছিলেন পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা, গৌরমোহন দে-সহ পুরসভার কাউন্সিলর ও তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৪

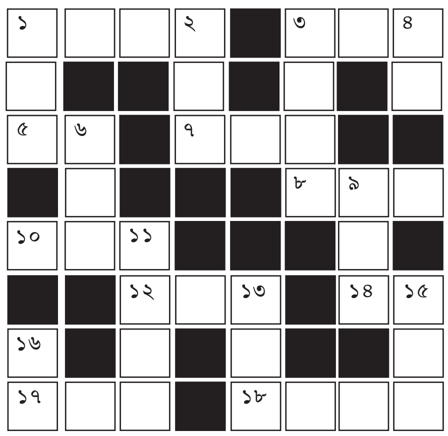

পাশাপাশি : ১. উপেক্ষা, অবজ্ঞা ৩. শিব ৫. পাত্র, আধার ৭. নিম্নশ্রেণিভুক্ত ৮. পৌরাণিক পর্বতবিশেষ ১০. আলগা, না ছুঁয়ে ১২. রেখা ১৪. —মহল ১৭. বিবাদ, কলহ ১৮. কামড়।

উপর-নিচ : ১. দুঃখহীন ২. ননদের স্বামী ৩. মৃত্যু ৪. গোপনে অনিষ্টকারী ৬. পায়চারি ৯. ঘৃণ্যতা ১১. বারবার এবং নানাভাবে চিন্তা ও বিচার ১৩. ক্যাশ ১৫. জড়িয়ে থাকা, আবদ্ধ ১৬. বেলা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৩ : পাশাপাশি : ১. সবার উপরে ৬. খাদ ৮. গরব ৯. নগভিৎ ১০. থমথমে ১২. চম্পট ১৩. মহা ১৫. তত্ত্বাবধারণ। **উপর-নিচ :** ২. বাল্‌ব ৩. উপায়ন ৪. রেখা ৫. জগন্নাথধাম ৭. দন্তোৎপাটন ১১. মেহতাব ১২. চক্কর ১৪. হাত।

৩ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬০৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬৬০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৩৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.৬৯	৮৭.৫৫
ইউরো	১০৩.৬৫	১০২.১৬
পাউন্ড	১১৯.২৪	১১৭.৫৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ ইমন চক্রবর্তী

■ অনুপম রায়

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072

Regd. No. WBBEN/2004/14087

• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21

City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আমার শহর

ডোরিনা ক্রসিংয়ে ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ধরনা শিক্ষা সেলের

তাপপ্রবাহও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্ষতিপূরণ পাবে মৃতের পরিবার

প্রতিবেদন : তাপপ্রবাহকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করল রাজ্য। এখন থেকে হিটওয়েভের কারণে রাজ্যে কারও মৃত্যু হলে মৃতের পরিবার দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বাধীন স্টেট এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা ও সিভিল ডিফেন্স দফতর। কেন্দ্রীয় গাইডলাইন মেনেই রাজ্যভিত্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তালিকায় ঘোষণা করা হয়েছে হিটওয়েভ, নদীভাঙন, ভারী বৃষ্টি, বন্য পশুর আক্রমণ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু, জঙ্গলে আগুন-সহ মোট ১৪টি ঘটনাকে। এতদিন বজ্রাঘাত, দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকাণ্ড, নৌকাডুবি, গাছ ভেঙে বা দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষতিপূরণ দিত রাজ্য। সরকারি সিদ্ধান্তে এই ঘটনাগুলিও অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড থেকে। এক্ষেত্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আবশ্যিক। বার্ষিক বরাদ্দের ১০ শতাংশ অর্থ এই খাতে ব্যবহার করা যাবে।

বাড়ছে স্টোরেজ ■ থাকছে নাইট ভিশন সুবিধা

অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন সিসি ক্যামেরা বসাচ্ছে পুলিশ

প্রতিবেদন : থানায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পুলিশ। স্টোরেজের সীমিত ক্ষমতা, নাইট ভিশনের অভাব ও সংখ্যা কম থাকার কারণে পুরো থানার ছবি পাওয়া দুরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে গুরুত্বপূর্ণ মামলায় আদালতে ভিডিও পেশে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। এখন নতুন সিসি ক্যামেরা বসানোয় সেই সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। এই অত্যাধুনিক ক্যামেরায় স্টোরেজ যেমন বেশি থাকবে, নাইট ভিশনেরও সুবিধা মিলবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, ছয়টি কমিশনারেটের ৫০টি থানায় নতুন ক্যামেরা বসানো হবে। প্রতিটি থানায় ২০টি উন্নতমানের ক্যামেরা বসানো হবে। নতুন ক্যামেরাগুলিতে নাইট ভিশন, স্পষ্ট অডিও এবং ৩৬৫ দিনের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি থাকবে। বর্তমানে প্রতিটি থানায় গড়ে ছয়টি ক্যামেরা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি থানায় ২০টি ক্যামেরা থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের সমস্ত থানায় নতুন ক্যামেরা বসাতে খরচ পড়বে একশো কোটির বেশি। প্রাথমিকভাবে কলকাতা সংলগ্ন কমিশনারেটগুলো বাছাই করা হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য খরচ ধরা হয়েছে সাত কোটি টাকা। নতুন ক্যামেরা বসানোর কাজ আগামী মাস থেকে শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে ৫০টি থানার কাজ শেষ হলে বাকি কমিশনারেট এবং জেলা থানাগুলিতে কাজ সম্প্রসারিত হবে।

চিড়িয়াখানায় প্রাণী গায়েব হয়নি, ভুল রিপোর্ট দিয়েছে কেন্দ্র

প্রতিবেদন : আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে প্রাণী গায়েব হয়েছে— এই অভিযোগে গত কয়েক মাস ধরে চলেছে প্রবল বিতর্ক। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। অবশেষে রাজ্যের বন দফতরের তদন্তে স্পষ্ট হল, চিড়িয়াখানা থেকে একটিও প্রাণী নিখোঁজ হয়নি। আসল সমস্যা তৈরি হয়েছিল কেন্দ্রীয় রিপোর্টে তথ্যের গরমিলের কারণে।

বন দফতর সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হিসাব সঠিকই ছিল। কিন্তু কেন্দ্রের প্রকাশিত রিপোর্টে সংখ্যার অমিল ধরা পড়ে। রাজ্যের তরফে সংশোধনের আবেদন জানানো হলেও কোনও সাড়া মেলেনি। এই বিভ্রান্তিই প্রাণী গায়েব হওয়ার জল্পনা তৈরি করেছিল। ঘটনার সূত্রপাত হয় কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া এক জনস্বার্থ মামলার পর। অভিযোগে বলা হয়, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে চিড়িয়াখানায় ৬৭২টি প্রাণী ছিল, যা ২০২৪-'২৫ সালে নেমে এসেছে ৩৫১-এ।

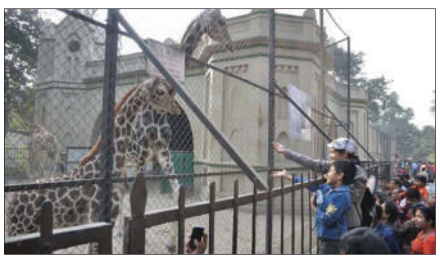

অর্থাৎ, ৩২১টি প্রাণী গায়েব। আরও অভিযোগ করা হয়, গত তিন দশক ধরে এই ধারা চলেছে এবং অন্তত গত দশ বছরের হিসাব আদালতের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা দরকার। এই অভিযোগের পরেই চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরকে সরিয়ে আভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করে রাজ্য। সেই রিপোর্ট হাতে পেয়েছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তদন্ত কমিটির এক আধিকারিক জানান, চিড়িয়াখানা থেকে প্রাণী সরানোর প্রশ্নই ওঠে না। দেশের এক চিড়িয়াখানা থেকে অন্য চিড়িয়াখানায় প্রাণী আনতে বা পাঠাতে হলে কেন্দ্রীয় জু অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অনুমতি বাধ্যতামূলক। ফলে সরকারি অনুমোদন ছাড়া প্রাণী অন্যত্র যাওয়া অসম্ভব। তদন্ত শুধু তথ্যগত গরমিল চিহ্নিত করেই থেমে থাকেনি, আলিপুর চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাজে বেশকিছু ত্রুটি ধরা পড়েছে। ভবিষ্যতে বিভ্রান্তি এড়াতে নজরদারি ও তথ্য সংরক্ষণ আরও শক্ত করার সুপারিশও করেছে কমিটি।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

বাড়ছে শিবির

প্রতিবেদন : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে মানুষের বিপুল অংশগ্রহণে রাজ্য সরকার শিবির সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। ২ আগস্ট থেকে রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলবে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচনের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে আরও শিবির সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, ২৭ হাজার শিবিরের আয়োজন করার কথা ছিল। কিন্তু প্রথম ২৬ দিনে এক কোটির বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করে ফেলেছেন। আরও বহু সংখ্যক মানুষ আগামীতে এই শিবিরগুলিতে যোগদান করতে পারেন বলেই শিবিরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে গোটা রাজ্যে ৩১,৩৭৭টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। শিবিরে সাধারণ মানুষ রাস্তায় আলো, পানীয় জলের টিউবওয়েল, নিকাশি নালা সংস্কার বা নির্মাণ, পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ, কমিউনিটি টয়লেট নির্মাণ, খেলার মাঠ নির্মাণ এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ মেরামতি-সহ মোট ১৫ ধরনের কাজের প্রস্তাব উপস্থাপন করছেন। এভাবে স্থানীয়ভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্প নির্বাচন করার মাধ্যমে পাড়ায় সমাধানের উদ্যোগ আরও কার্যকর হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলার জয়

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি মানতে বাধ্য হলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। কেন্দ্রের লাগামহীন জিএসটির কারণে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী বারবার চিঠি দিয়েছেন। কেন্দ্রের কাছে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা তুলে ধরেছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি যে ন্যায়সঙ্গত ছিল, তা বুধবারের জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে প্রমাণিত হয়েছে। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে সামনে রেখে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। সেই জোরালো দাবির কাছে মাথানত করতে বাধ্য হন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমার মতো পরিষেবায় জিএসটি আসলে মানুষের উপর অতিরিক্ত বোঝা। এই বোঝা কমানোর একটাই রাস্তা ছিল, জিএসটি মকুব। প্রবল চাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্মলা সীতারমন এই দুটি ক্ষেত্রে জিএসটি মকুব করতে বাধ্য হন। পাশাপাশি জিএসটির নতুন স্ল্যাবও ঘোষণা করা ছাড়া তাঁর দ্বিতীয় কোনও পথ ছিল না। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি যে মানুষকে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে, এটা স্পষ্ট হয়েছে জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে। আগামী দিনে কেন্দ্রের প্রত্যেকটি জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এভাবেই নেতৃত্ব দেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

e-mail থেকে চিঠি

হাজার হাজার চাকরি বাতিলের রূপকার কে, ভুলিনি, ভুলব না

হাজার হাজার চাকরি বাতিলের রূপকার তিনিই। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে তাঁর দেওয়া এক বিতর্কিত রায়েই বাংলার ২৬ হাজার স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি রাতারাতি নাকচ হয়ে যায়। উচ্চ আদালতের পবিত্র আসন থেকে শুধু রায় ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি তিনি, রীতিমতো হুংকারও দিয়েছিলেন ‘ঢাকি-সহ বিসর্জন’ দেওয়ার! তাঁর ওই অবাঞ্ছিত মন্তব্যের নিশানা কে ছিলেন, বিচারপতি তাঁর নাম না নিলেও ব্যাপারটি বাস্তবিক উহ্য ছিল না। মন্তব্যটি কতখানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তাও খোলসা হয়ে গিয়েছিল অতিদ্রুত। ‘মহামান্যবর’ ব্যক্তিটি হলেন আদি ও অকৃত্রিম অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মাত্র দেড় বছর আগেও তিনি হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অলংকৃত করেছেন। বর্তমানে তিনি বিজেপি সাংসদ— মোদি-শাহের ‘পার্টি উইথ আ ডিফারেন্সের’ লোকসভার সদস্য। অবসরগ্রহণের পর বিচারপতিদের অবস্থান কী হওয়া উচিত, সংগত প্রশ্নটি যখন দেশ জুড়ে চর্চার কেন্দ্রে ঠিক সেইসময় অভিজিৎবাবু বিচারপতির আসন থেকে নেমেই সরাসরি কেন্দ্রের শাসক দলের ছাতার নিচে আশ্রয় নেন। গডসে-সাভারকারের অনুগামীদের দলের পতাকা হাতে তাঁকে প্রকাশ্যে হাসতেও দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ২০২৪ সালের ৫ মার্চ হাইকোর্ট থেকে অবসরগ্রহণের দু’দিন পরই বিজেপির সদস্যপদ নেন। অতঃপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সাধারণ নির্বাচনে। এই মামলা এবং রায়ের ফায়দাও তিনি তুলেছিলেন ভোটযন্ত্রে। এমনকী নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে সে-বছর ১৫ মে বাংলার জননেত্রী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করে নয়া বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েন তিনি। নীতি-নৈতিকতার বড়াই করা একমাত্র তাঁরই সাজে, যিনি আক্ষরিক অর্থেই অগ্নিশুদ্ধ। যিনি সর্বাংশে সর্বার্থে নির্লোভ। কিন্তু অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়েরই নির্বাচনী এজেন্ট দীপক দেবশর্মার স্ত্রী শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ‘দাগি’! অন্তত এসএসসির তালিকা সে-কথাই বলছে। পটাশপুরের নেকুরসিনি বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ইতিহাস শিক্ষিকা ছিলেন তিনি। ‘অযোগ্য’ শিক্ষিকা হিসেবে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ ছিল তাঁর। শনিবার এসএসসির প্রকাশিত ১৮০৬ জন ‘অযোগ্য’ শিক্ষক-শিক্ষিকার তালিকায় শ্রাবন্তী দেবীর নাম থাকায় সেই ‘সত্যেই’ পড়ল সিলমোহর। উল্লেখ্য, শ্রাবন্তী দেবীর স্বামী দীপকবাবু বিজেপির মণ্ডল কমিটির সহসভাপতি ছিলেন। পাশাপাশি ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের সময় শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের বল্লুক-১ অঞ্চলের নির্বাচনী কমিটির আহ্বায়কও ছিলেন তিনি। সেই সুবাদে তিনি ওই এলাকায় প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। ১৮০৬ জন ‘অযোগ্য’ প্রার্থীর জন্য হাজার হাজার ‘যোগ্যকেও’ চাকরিহারা করার পথ সুগম করেছিলেন তিনি। আর তাঁরই নির্বাচনী এজেন্টের স্ত্রী কিনা শেষমেশ ‘দাগি’! লজ্জাও করে না এদের!

—সোহম শীল, যোধপুর পার্ক, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

উপেক্ষিত আজও মহানায়ক আর উপেক্ষাকারী শূন্য হওয়া বাম

১৯৮০ সালের ২৪ জুলাই রাতে উত্তমকুমারের মৃত্যু হয়। ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ ও ‘চিড়িয়াখানা’য় অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। হলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলর ‘নায়ক’ দেখার পর রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন। উত্তমের সঙ্গে দেখা করতেও চেয়েছিলেন তিনি। এলিজাবেথ মুগ্ধ হয়েছিলেন উত্তমের অভিনয়ে। অথচ রাজ্যের সিপিএম সরকার তাঁর শবদেহকেও সম্মান দেখায়নি। ইতিহাসের এমনই লীলা, সেই উদ্ধত বামেরা আজ শূন্য। অথচ এখনও বাঙালির কাছে সেরা অভিনেতা উত্তমকুমারই, তিনিই আজও মহানায়ক। লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

উত্তমকুমারের জীবন। আদতে এক বাঙালি কেরানির কথা। যে কেরানি হয়ে উঠেছিলেন অভিনেতা। সেখান থেকে একজন তারকা। তারকা পরিণত হয়েছিলেন পরম বিগ্রহে। আর, সেই বিগ্রহ (আইকন) কালান্তরে হয়ে উঠেছিলেন কিংবদন্তি। এক কথায়, উত্তম-জীবন মানেই ক্লার্কের লিজেন্ড হওয়ার উপাখ্যান। জীবনের গতানুগতিক চলন ভেঙে এক অভিনেতার মহানায়ক হয়ে ওঠার কথা, মহানায়কের ‘গুরু’ হিসেবে বন্দিত হওয়ার বৃত্তান্ত। এই চলনে আপাতদৃষ্টিতে সাহিত্য নেই। সুতরাং, ‘বাংলা সাহিত্যে উত্তমকুমার’ দৃশ্যত একটি অবাস্তব প্রস্তাবনা যার বাস্তব বিস্তার এক প্রকার অসম্ভব কর্ম বলে প্রতীয়মাণ হয়। উত্তম-জীবনে করণিকের পদ থেকে কিংবদন্তি মহানায়ক হয়ে ওঠার মধ্যে রোমাঞ্চ-রসায়ণ বহুল পরিমাণে মজুত আছে, কিন্তু তাতে সাহিত্য, বা আরও স্পষ্ট উচ্চারণে বাংলা সাহিত্য, দৃশ্যত অনুপস্থিত।

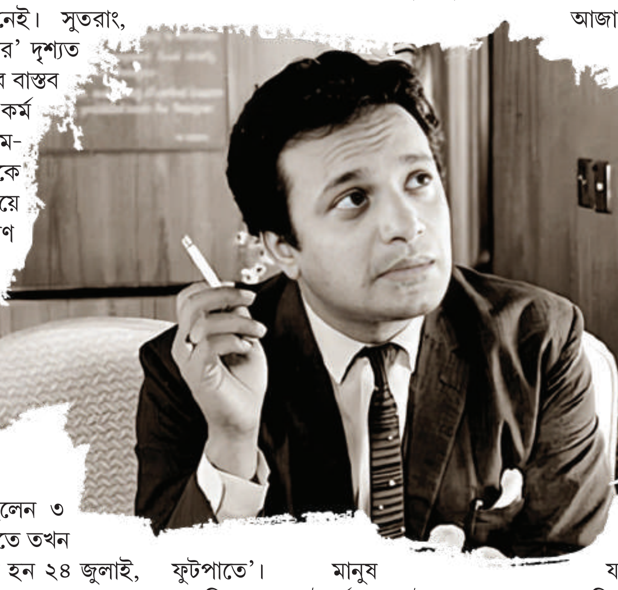

এবং অন্যত্রও নানাভাবে অবজ্ঞার শিকার।

উত্তর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬-এ। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন। উত্তম প্রয়াত হন ২৪ জুলাই, ১৯৮০-তে। রাজ্যে তখন বাম জমানা, লালের রাজত্ব। বিদেশিদের শাসনে সুযোগ ছিল না, অবকাশ রচিত হয়নি তখনও। কিন্তু হার্মাদ শাসিত বাংলায় লাল পার্টির বিচিত্র ঔদাসীন্য উত্তমকুমারের মরদেহকেও সরকারি মর্যাদা পেতে দেয়নি। উত্তমের মরদেহ অধম শিল্পীর নশ্বর দেহজ্ঞানে নিরীশ্বরবাদী সিপিএম রবীন্দ্র সদনেও রাখতে দেয়নি। ভিড় ভেঙে পড়বে, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে, এই অছিলায়।

অথচ তাঁরা কি জানতেন কিংবা আজও জানেন, উত্তম শুধু সংস্কৃতিমান সাহিত্য-প্রেমিক নন, নিজেও সাহিত্যকর্মে হাত লাগিয়েছেন।

উত্তমকুমার তখনও মহানায়ক, এমনকী উত্তমও হননি। তখনও তিনি অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাড়ার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন লালমোহন মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তিনি চিকিৎসকের পেশায় এসেছিলেন। সেই ডাক্তার লালমোহন স্মৃতিচারণা করতে বসে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন উত্তমের লেখা গান এবং জানিয়েছেন সেই গান গেয়ে বেড়ানোর কথা।

সময়টা ১৯৪৬-৪৭। জীবনানন্দের ভাষায়, তখন দিনের আলোয় চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা, ‘পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রাম লাইনে ফুটপাতে’। মানুষ একদিকে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে ‘সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে সকলের আগে সকলেই তাই’। অন্যদিকে, ‘সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে তবুও কোথাও কোনও আলো নেই বলে ঘুমাতেছে’ একদল মানুষ। যদি কেউ ডাকে তবে তারা ‘রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে’ বলে যাবে কাছে এসে, ‘ইয়াসিন আমি, হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ’। কিংবা ‘রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে বলে যাবে, “গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার, মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির”।’ আসলে ‘জীবনের ইতর শ্রেণির মানুষ… এরা সব, ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে’। ‘উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলো’ সেই ছিন্নমস্তার কালে ‘এলোমেলো নিরাশ্রয়… কঙ্কাল’। কলকাতা শহর জুড়ে তখন কেবলই দাঙ্গাচিত্র। কঙ্কাল করোটির স্তূপ কালের হাতে কেবল সংখ্যাধীন। বাংলা ভূখণ্ডে মানুষের সহাবস্থানের যে ঐতিহ্য ছিল তা তখন জাতিতত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়ে দাঙ্গার কালো কিংবা রক্তাক্ত আখ্যান। সৃষ্টির মনের কথা, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, প্রেম নয়, দ্বেষ।

সেই নেতিবোধের প্রতিবেশে রক্তাক্ত উত্তমকুমারের শিল্পীসত্তা অভিনয় নয়, সাহিত্যের হাত ধরেছিল। লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের পরিধিতে তখনও তাঁর অভিষেক ঘটেনি। কিন্তু শিল্পবোধ তো অন্তর্লীন ছিলই। সেই বোধের তাড়নায় বেরিয়ে পড়েছিলেন উত্তমকুমার। নিজেই লিখে ফেলেছিলেন একটা গান। নিজেই সুর দিয়েছিলেন তাতে। আর নিজেই রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গাইতেন সেই গান।

‘হিন্দুস্থান মে কেয়া হ্যায় তুমহারা
ও ব্রিটিশ বেচারা
আভি চলা যাও ইংল্যান্ড বাজা কর ব্যাণ্ড।
মন্দির মসজিদ মে পূজা আরতি সে শুনো আজান পুকারতি
দিলকো দিলাও মিল হিন্দু মুসলমান।
সারি হিন্দুস্থান মে আয়ি তুফান
গরিবোঁ কি দুখো কি হোগি
আসান।’

কালাইল জন স্টার্লিং-এর লেখার মূল্যায়ন করতে বসে লক্ষ্য করেছিলেন, এ-ধরনের জীবন ‘কখনওই সম্মুখ সমরে আহ্বান করতে পারে না লৌকিক মনোযোগ, অথচ তা সর্নিবদ্ধ মিনতি করতে থাকে তাকে এবং সম্ভবত স্পষ্ট পাঠের ফলে দেখা যায় সে পুরস্কৃত হচ্ছে’। উত্তমকুমারের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়ে এই কথাগুলো প্রবলভাবে যথার্থ। কারণ, উত্তমের উল্লিখিত রচনা, যেটি তাঁর পাড়ার বন্ধু উদ্ধার করেছেন, সেটা কোনও দিনই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অথচ, মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় তাঁর আবেদনের গভীরতার কথা, হালকা চালে সুরে বেঁধে পরিবেশিত উচ্চারণের আড়ালে তাঁর অমেয় গাম্ভীর্যের কথা, সমসময়ে এবং আজকেও, দাঙ্গাদীর্ণ অবকাশে এরকম বোধের তাৎপর্যের কথা।

উত্তমকুমারের সাহিত্যপ্রয়াস এবং উত্তমকুমারকে ঘিরে সাহিত্যপ্রয়াস এখনও সাধারণ্যে একটি লঘু বিষয়মাত্র। এই লঘুত্বের শাপমুক্তি কেন ঘটবে না আজও? আমাদের বামাচারী তাত্ত্বিকেরা কী বলেন? ইতিহাস ভোলাতে চাওয়া গেরুয়া বাবুরাও?

বারুইপুরের কুমোরহাটে উত্তম কুমার ফ্যান ক্লাবের মহানায়ক স্মরণ

মহানায়ক স্মরণে শতবর্ষ উদযাপন

প্রতিবেদন : মৃত্যুর পর বাম সরকারের বঞ্চনায় রবীন্দ্রসদনে জায়গা হয়নি বাঙালির প্রথম ম্যাটিনি আইডলের। মহানায়ক উত্তম কুমারকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগটুকুও পাননি অগণিত অনুরাগী। কিন্তু বুধবার চিরঅম্লান মহানায়কের শততম জন্মদিবসে তৃণমূল সরকারের উদ্যোগে সেই রবীন্দ্রসদনেই সূচনা হল মহানায়কের জন্মশতবর্ষের উদযাপন অনুষ্ঠান। বাঙালির প্রথম ও শেষ সুপারস্টারের জন্মশতবর্ষ উদযাপনে গোটা বছর ধরেই আয়োজিত হবে স্মরণ অনুষ্ঠান। বাঙালির আবেগ উত্তম কুমারের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এদিন বাংলাজুড়ে মহানায়কপ্রেমে ভাসল মানুষ। এক্স হ্যান্ডেলে জন্মদিবসের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, চিরকালের মহানায়ক, বাংলা চলচ্চিত্র জগতের ধ্রুবতারা, উত্তম কুমারের জন্মদিবসে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

বুধবার রাজ্য জুড়ে মহাসমারোহে গানে-গল্পে-স্মৃতিচারণায় পালিত হল মহানায়কের শতবর্ষের জন্মদিবস। সাতসকালে নবান্নে মহানায়কের ছবিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আবার টালিগঞ্জে ফেডারেশন অফ টেকনিশিয়ান অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র তরফে উত্তম কুমারের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস। জানান, বাঙালির আবেগ উত্তম কুমার, যিনি বাংলার চলচ্চিত্রকে সারা দেশ-সহ গোটা বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছিলেন। মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বছরভর ফেডারেশনের তরফে অনুষ্ঠান করা হবে এবং পরের বছর এই দিনেই ফেডারেশনের তরফে একটি বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

বিকেলে রবীন্দ্রসদনে তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। যেখানে প্রিয় উত্তমকে মানুষ উজাড় করা ভালবাসা আর শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দেয়। কানায় কানায় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শক-শ্রোতাদের উন্মাদনা বুঝিয়ে দেয়, তিনি আজও বাঙালির আবেগ। শুরুতেই মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন-সহ আধিকারিকরাও। বৃষ্টি মাথায় দূরদূরান্ত থেকে এসেছিলেন উত্তম-অনুরাগীরা। মহানায়কের বিভিন্ন ছবির জনপ্রিয় গান একে একে পরিবেশন করেন ইন্দ্রনীল সেন, বাবুল সুপ্রিয়, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী দে, বিভবেন্দু ভট্টাচার্য, সুজয় ভৌমিক, অলিভা চক্রবর্তী, তৃষা পাড়ুই, ইন্দ্রনীল দত্ত, তুসিমা ভট্টাচার্য, অরিত্র দাশগুপ্ত, জয় ভট্টাচার্য, গার্গী ঘোষ, রাঘব চট্টোপাধ্যায়, রূপঙ্কর বাগচি, সৈকত মিত্র, ঐতিহ্য রায়, অনিত দাস, দেবশ্রী তরফদার, গৌতম ঘোষ, শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী হোম চৌধুরীরা। অন্যদিকে, নেহরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামেও 'শুধুই উত্তম' শীর্ষক একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রদর্শনী। মহাজাতি সদনেও শিল্পী সংসদের উদ্যোগে কথায়-গানে শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

তিলোত্তমা জুড়ে শ্রদ্ধায়-স্মরণে মহানায়ক উত্তম কুমার

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মতলায় তৃণমূলের অবস্থান-প্রতিবাদ কর্মসূচি

প্রতিবেদন : ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর দলনেত্রীর নির্দেশে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলার কারণে মাইক ব্যবহার সম্ভব হবে না। তবে অবস্থান প্রতিবাদ চলবে। নিম্নলিখিত শাখা সংগঠনগুলি দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মঞ্চে ৫০-৬০ জনের উপস্থিতিতে কর্মসূচি করবে।

- ৫ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস
- ৬ সেপ্টেম্বর : সংখ্যালঘু সেল
- ৭ সেপ্টেম্বর : পিএইচএ
- ৮ সেপ্টেম্বর : যুব তৃণমূল
- ৯ সেপ্টেম্বর : মহিলা তৃণমূল এবং বঙ্গ জননী
- ১০ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ কলিকাতা জেলা
- ১১ সেপ্টেম্বর: উত্তর কলকাতা জেলা
- ১২ সেপ্টেম্বর: এসসি, ওবিসি, এসটি
- ১৩ সেপ্টেম্বর: আইএনটিটিইউসি
- ১৪ সেপ্টেম্বর: কিষাণ এবং খেতমজুর
- ১৫ সেপ্টেম্বর: ক্রীড়া সেল
- ১৬ সেপ্টেম্বর: পরিবর্তন, জয়ী, কালচারাল গ্রুপ

প্রতিবাদ কার্যক্রম ফের শুরু হবে ভাইফোঁটার পরে।

'কৈকেয়ীর জটিলতা' কটাক্ষ কুণালের

প্রতিবেদন : ভোট চুরি করে ধরা পড়তেই সংশোধনের সান্ত্বনা! বিজেপির ভোটচুরির এই নয়া কারচুপির নাম এসআইআর। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সামনে সব কারচুপি ধরা পড়ে যেতেই পাঁকে পড়েছে বিজেপি। এই অবস্থায় আচমকাই এসআইআর-এ বাধা দেওয়ার ভুয়ো অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন দফতর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রচারের আলোয় আসার চেষ্টা করলেন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরি। যদিও এই হাস্যকর হুঁশিয়ারিকে 'কৈকেয়ীর জটিলতা' বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কুণালের কটাক্ষ, বিজেপির এসব ছলের খেলা ধরা পড়েছে বলেই তাঁদের দলের যাঁরা কৈকেয়ী আছেন তাঁরা জটিলতা তৈরি করছেন। একজন বৈধ ভোটারকে আমরা হেনস্থার শিকার হতে দেব না। একজনও যদি হেনস্থার শিকার হন তাহলে বাংলার এক লক্ষ মানুষ নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করব। এই বার্তা খুব পরিষ্কারভাবে দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তিনি বিজেপি বিধায়ককে স্মরণ করিয়ে দেন, ভুয়ো ভোটার নিয়ে তো প্রথম প্রতিবাদ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই।

কন্যাশ্রী থেকে যুবশ্রী, নকশিকাঁথায় রাজ্যের জনমুখী প্রকল্প

প্রতিবেদন : নকশিকাঁথায় নকশা করা কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবশ্রী, রূপশ্রী। মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্পগুলি এভাবেই ফুটে উঠেছে সুতোর বুননে। এমনই একটি ওয়াল হ্যাঙ্গিং তৈরি করে সকলের নজর কেড়েছেন বোলপুরের শিল্পী মমতাজ বিবি। তাঁর কাজ হাতে নিয়ে দেখলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বীরবাহা হাঁসদাও। সৌজন্যে বাংলার নকশি কাঁথা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মহিলাদের চিরাচরিত সুচ-সুতোর জাদুকরির নকশিকাঁথার প্রদর্শনী। স্থান গগণেন্দ্র প্রদর্শশালা। বুধবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল। চলবে ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্যন্ত। সময় দুপুর দু'টো থেকে রাত ন'টা। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও বীরবাহা হাঁসদা। উদ্বোধনের পর মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, বাংলা যে শিল্পগুলি

'বাংলার নকশি কাঁথা'র উদ্বোধনে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও বীরবাহা হাঁসদা। বোলপুর থেকে আসা মমতাজ বিবির তৈরি কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবশ্রী, রূপশ্রী নিয়ে হাতের কাজ দেখছেন দুই মন্ত্রী। বুধবার।

অবলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল, ক্ষমতায় আসার পরে সেগুলির পুনরুজ্জীবন দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর প্রতি বছর এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে। প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার কেনাবেচা হয়। এর মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের পরিচয় হয় বাংলার অস্মিতা, সংস্কৃতি, শিল্পের সঙ্গে। ইন্দ্রনীলের কথায়, এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা আন্তর্জাতিক মানের শিল্পী। বীরবাহা হাঁসদা বলেন, মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর ঠিক আগে এই প্রদর্শনীর ভাবনা প্রশংসনীয়। একজন মহিলা হিসাবে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গত, বাংলায় এমন অনেক হস্তশিল্প আছে, যা এক সময় অবলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলার সেই নিজস্ব শিল্প-কৃষ্টিকে বাঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগেই নবজীবন পেয়েছে অনেক শিল্প। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যেও একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্য

4 September, 2025 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভেঙে পড়ল প্রাচীন জরাজীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ির একাংশ। কপালজোরে প্রাণে বাঁচলেন বাসিন্দারা। হাওড়া পুরসভার বৈষ্ণব মল্লিক লেনের ঘটনা

লেখক ও তাঁর সৃষ্টিকে অবহেলা করতে পারব না আমরা : ব্রাত্য

প্রতিবেদন : প্রাতিষ্ঠানিক আখ্যানের ভারে দীর্ঘকাল ধরে চাপা পড়ে থাকা অতীতের এক আবেগঘন পুনরুদ্ধার। ভারত কেবল গান্ধীর সত্যাগ্রহের নৈতিক চাপের দ্বারা মুক্ত হয়নি বরং বিপ্লবী, বিদ্রোহী এবং সৈন্যদের নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান, সহিংস এবং শেষ পর্যন্ত বিঘ্নিত প্রতিরোধের দ্বারা মুক্ত হয়েছিল। এই রকম টুকরো টুকরো কোলাজেই মলাটবন্দি হয়েছে প্রখ্যাত বর্ষীয়ান সাংবাদিক প্রেম প্রকাশের বই 'History that India ignored'। বুধবার এই বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, অরিন্দম শীল। ব্রাত্য বসু বইয়ের নির্যাস উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা জানান লেখককে। তিনি যেভাবে ভারতের ইতিহাসকে নিজের লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন তাতে সাধুবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, ভারত তার ইতিহাসকে অবহেলা করলেও আমরা কোনওভাবেই লেখককে এবং তাঁর সৃষ্টিকে অবহেলা করতে পারব না।

প্রেম প্রকাশ যেভাবে তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অবদানকে তুলে ধরেছেন তাতে লেখককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তাঁর কথায়, অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আমরা সম্মান জানালেও এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা প্রচারের আড়ালেই রয়ে গিয়েছেন। তাঁদের অবদানের কথা তুলে ধরে সম্মান দিয়েছেন প্রেম প্রকাশ। উল্লাসকর দত্তের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীকে নিয়ে প্রেম প্রকাশ যেভাবে তাঁর লেখায় চিত্রায়ণ করেছেন তাতে সাধুবাদ জানিয়েছেন কুণালবাবু। একইসঙ্গে লেখককে তিনি অনুরোধ করেছেন এই ধরনের পরবর্তী লেখা যদি তিনি লেখেন তাহলে তাতে যেন রানি শিরোমণির কথা উল্লেখ থাকে। আমরা সকলেই ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাইয়ের অবদান সম্পর্কে জানি। কিন্তু স্বাধীনতার ক্ষেত্রে রানি শিরোমণির যে অবদান তা অনেকেরই অজানা। তাই এই স্বাধীনতা সংগ্রামীর সঙ্গে যাতে আপামর ভারতবাসী তথা বাঙালি পরিচিত হয় সেই উদ্দেশ্যে যেন তাঁর অবদান আলোচনা করেন লেখক।

এই বই আমাদের সম্মিলিত স্মৃতির স্থাপত্য পুনর্মূল্যায়ন করতে এবং যাঁরা স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করেছেন কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে কখনও স্থান পাননি, তাঁদের সম্মান জানায়।

এই বইয়ে এমন এক সময়ের ইতিহাস রয়েছে যা প্রায়ই নীরব থেকে যায়। স্বাধীনতার কিছু অস্বস্তিকর সত্য জানার জন্য, এই বইটি পড়া প্রয়োজন।

■ সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে প্রেম প্রকাশের লেখা 'হিস্ট্রি দ্যাট ইন্ডিয়া ইগনোর্ড'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ। রয়েছেন ব্রাত্য বসু, কুণাল ঘোষ, অরিন্দম শীল-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার।

কাউন্সিলর হয়ে থাকতে হবে অর্জুনকে তোপ শিক্ষামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলা-বাঙালির প্রতি বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে প্রত্যেক বিজেপি রাজ্যে। বিজেপির পেটোয়া পুলিশের হাতে রাজ্যে-রাজ্যে আক্রান্ত বাংলাভাষীরা। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন ও প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে গোটা রাজ্য। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে যুঝতে না পেরে শেষে সেনাবাহিনীকে সামনে রেখে মেয়ো রোডের সেই আন্দোলন-মঞ্চ খুলেছে বিজেপি। প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেই ঘটনার নিন্দা করতে গিয়ে মহাভারত থেকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকসেনার অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে ফালাফালা করে দেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর এই অলআউট আক্রমণে স্বাভাবিকভাবেই গায়ে জ্বালা ধরেছে বিজেপির। যার পরিণতিতে অধিবেশন কক্ষে চূড়ান্ত অসভ্যতা ও নাটক করে সাসপেন্ড হন গদ্দার অধিকারী। এবার বিধানসভার প্রসঙ্গ নিয়ে ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো আগ বাড়িয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন বিজেপির আর এক নেতা অর্জুন সিং। যা নিয়ে বুধবার ধর্মতলায় দাঁড়িয়ে চাঁচাছোলা আক্রমণে অর্জুনের রফাদফা করে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পয়েন্ট ধরে ধরে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, এ আর নতুন কথা কী? প্রথমত, অর্জুন সিংয়ের মতো থার্ড গ্রেড বিজেপি নেতা বাঙালি বা বাংলা ভাষা শুনলে মারতে আসবে, এ তো জানা কথা! দ্বিতীয়ত, অর্জুন সিং যদি বলে থাকেন বিধানসভায় থাকলে... শুনে রাখুন, অর্জুন সিং এ-জীবনে আর কোনওদিন লোকসভা বা বিধানসভায় যেতে পারবে না। আজীবন ওকে বড়জোর কাউন্সিলর হয়েই থাকতে হবে। বিধানসভা-লোকসভায় ঢোকার স্বপ্ন অর্জুন সিংয়ের শেষ। আর তৃতীয়ত, তাও যদি বিধানসভায় উপস্থিত থেকে বাঙালি লোগকে মারো বলে তেড়ে আসত, ওখানে একটাই অ্যান্টিডোট হিসেবে যদি শুধুমাত্র ওঁর পাশের কেন্দ্র বীজপুরের সুবোধ অধিকারীকে দেখত; তাহলে ওই পবনপিতা বলুন বা পবনপুত্র বলুন, ল্যাজ গুটিয়ে হাতজোড় করে কুঁইকুঁই করে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে আবার নিজের ঘরে ঢুকে পড়ত। আবার, অর্জুনকে তীব্র আক্রমণ করে তৃণমূল মুখপাত্র তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, অর্জুন সিংকে নিয়ে কিছু বলতে গেলে তো আবার ক্যালেন্ডার মিলিয়ে দেখতে হয়, কারণ উনি কবে কোন দলে থাকেন সেই অনুযায়ী বলতে হবে। ব্রাত্য বসু কোথাও ভারতীয় সেনা কিংবা ভারতবর্ষকে ছোট করেননি। যেখানে বাংলা ভাষার উপর অত্যাচার করেছিল পাকসেনা, উনি সেটার সমালোচনা করেছেন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ভারতের সেনাকে শ্রদ্ধা করেন, তিনি ভারতবর্ষের গর্বিত নাগরিক। উনি কেন তাকে ছোট করবেন?

উৎসবের মরশুমে কেনাকাটা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যের জিএসটি আদায় রেকর্ড বেড়ে ৮%

প্রতিবেদন : উৎসবের আবহে রাজ্যের বাজারে বেড়েছে কেনাকাটা। তার জেরে আগস্ট মাসে জিএসটি আদায়ও ভেঙে দিল অতীতের রেকর্ড। গত মাসে রাজ্যে জিএসটি আদায় দাঁড়িয়েছে ৫,৪৭৩ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই মাসের ৫,০৭৭ কোটি টাকার তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি। কেন্দ্রের রিপোর্ট অনুযায়ীই জিএসটি বৃদ্ধির নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের এই অঙ্ক উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতের থেকে অনেকটাই বেশি। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাজ্যের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের হাতে নগদের সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্গাপুজোর আগেই মানুষ কেনাকাটা শুরু করায় এবং স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন পণ্যের উপর ছাড় দেওয়ায় রাজ্যের বাজারে কেনাকাটা আরও বেড়েছে। উৎসবের আবহে টিভি, ফ্রিজ, জামাকাপড়ের বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় জিএসটি আদায়ও ইতিবাচক প্রভাব দেখিয়েছে।

■ বিধায়ক সুকান্ত পালের উদ্যোগে আমতায় ১৫ দিনে ৬০ হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হল। ১৭ অগাস্ট এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।

থাকছে বর্ষা, পুজোতেও বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ভাদ্র মাস মানেই পুজোর আগে পুরনো জামা, শাড়ি, তোশক-বালিশ রোদে দেওয়া। কিন্তু বিগত কিছু বছর ধরে সেই চিত্র বদলেছে। লাগাতার বৃষ্টিতে ব্যাহত হচ্ছে জনজীবন। এবারেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আকাশের মুখভার। সকাল থেকেই দফায় দফায় বৃষ্টি চলছে কলকাতায়। এদিকে, পুজোতেও বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে মৌসুমি বায়ু বিদায় নিতে পারে। অতএব পুজো এগিয়ে আসায় সেইসময় যে বৃষ্টি থাকবে তা স্পষ্ট। এদিকে, মৌসুমি অক্ষরেখা ফের বাংলার দিকে অবস্থান করছে। ফলে দুর্ভোগে পড়তে হবে সাধারণ মানুষদের। সাগরে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরতে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। সপ্তাহ-শেষে বৃষ্টি কমলেও সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।

বসিরহাট যানজটমুক্ত করতে চালু ওয়ানওয়ে

সংবাদদাতা, বসিরহাট : শহরকে যানজটমুক্ত করতে স্বাধীনতার পর প্রথম সীমান্তবর্তী প্রাচীন শহর বসিরহাটে ওয়ানওয়ে চালু করল জেলা পুলিশ। মহকুমা সদর হওয়ায় বসিরহাট শহরে দৈনন্দিন ও প্রশাসনিক কাজে আসতেই হয় বসিরহাটের ১০টি ব্লক ও তিনটি পুর এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষকে। একাধিক রুটের বাস, অটো, টোটো, বাইক, ভ্যান ও রিকশা-সহ যান চলাচলে প্রতিদিন কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে যায় বসিরহাট শহর। পাশাপাশি পুলকার, ঘোজাডাঙা সীমান্তের পণ্যবাহী বড় ট্রাকগুলি ঢোকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। জ্যামে পড়ে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও। আদালত, স্কুল, কলেজ, মহকুমা শাসকের দফতর, পুরসভা, বিডিও অফিস, একাধিক সরকারি দফতর, রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড মিলিয়ে জমজমাট শহর বসিরহাটকে যানজটমুক্ত করতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। চালু হল ওয়ানওয়ে। বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি ডাঃ হোসেন মেহেদি রহমান, এএসপি পার্থ ঘোষ ও ডিএসপি ট্রাফিক সুব্রতকুমার বারিককে সঙ্গে নিয়ে শহরের নতুন ট্রাফিক নিয়ম প্রকাশ করেন। ডাঃ হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, কিছুদিন ধরে অভিযোগ আসছিল শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড ও মাটিন বার্ন রোডে ব্যাপক যানজট হচ্ছে। সেটা মাথায় রেখে আমিনিয়া মাদ্রাসা থেকে শহিদ দীনেশ মজুমদার রোড ধরে বোটঘাট, পাশাপাশি বোটঘাট থেকে বিবেকানন্দ মোড়। অন্যদিকে বিবেকানন্দ মোড় থেকে পুনরায় মাদ্রাসা মোড় পর্যন্ত ওয়ানওয়ে চালু করা হল। শহরবাসীর কাছে অনুরোধ, তারা যেন নিয়ম মেনে চলেন। তাহলে শহরকে অনেকটা যানজটমুক্ত রাখা যাবে।

■ বসিরহাট শহরে ওয়ানওয়ে ব্যবস্থার ম্যাপ দেখাচ্ছেন পুলিশ কর্তারা।

বনগাঁয় পেনশন প্রকল্পের শিবির

সংবাদদাতা, বনগাঁ: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দফতরের উদ্যোগে এবং বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষের সহযোগিতায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পরিবহণ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা পোর্টালে পেনশন স্কিমের শিবির অনুষ্ঠিত হল বুধবার। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে বেনিফিশিয়ারি ৫০ জনকে এই সুবিধে দেওয়া হল। তার মধ্যে অ্যাক্সিডেন্ট ডেথ-ক্লেম ২ লক্ষ টাকা এবং নরমাল ডেথ-ক্লেম ৫০ হাজার টাকা রয়েছে। এবং পরিবারদের পেনশনের শংসাপত্র দেওয়া হলো। এদিনের শিবির থেকে প্রায় দেড় হাজার পরিবহন শ্রমিকরা পেনশন স্কিমের আবেদন করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানা এলাকায় ফের মাদক-সহ গ্রেফতার দুই। বুধবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পাচারকারীদের ধরে ফেলে পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ২০০ গ্রাম মাদক

পুজোয় বনবস্তির শিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ বন দফতরের

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

উৎসবের দিনে সকলের মুখে হাসি ফুটুক। এই বিষয়টি মাথায় রেখে এক মানবিক উদ্যোগ নিল বন দফতর। জলপাইগুড়ির মরাঘাট রেঞ্জের গভীর অরণ্যে বসবাসকারী তোতাপাড়া ও মঙ্গলকাটা বনবস্তির শিশুদের কাছে সেই আনন্দ যেন বহু দূরের স্বপ্ন। ঘন জঙ্গলের বুক চিরে থাকা এই বস্তিগুলিতে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত আতঙ্কের নাম হাতির দল আর চিতার ভয়। সন্ধ্যা নামতেই জঙ্গলের অন্ধকার গ্রাস করে বস্তিগুলিকে। দুর্গাপুজার সময় অন্য বাচ্চারা যখন আলো ঝলমলে মণ্ডপে ভিড় জমায়, তখন এই বনবস্তির শিশুদের আটকে থাকতে হয় আঁধারেই। ঠিক এই বাস্তবতাকে পাল্টে দিতে উদ্যোগী হয়েছে বন দফতর। এবারের দুর্গোৎসবে বনবস্তির ছোট ছোট বাচ্চাদের শহরে নিয়ে গিয়ে বড় বড় পুজো দেখাবে মরাঘাট রেঞ্জ। তাদের জন্য নির্দিষ্ট গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে, সঙ্গে থাকবে বনরক্ষীরা। লক্ষ্য একটাই, শিশুর চোখে আনন্দ ফিরিয়ে আনা, যাতে তারাও অনুভব করতে পারে দুর্গাপুজার জাদু। এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে মরাঘাট রেঞ্জার চন্দন ভট্টাচার্য বলেন, আমরা প্রতিদিন দেখি, বনবস্তির মানুষ বন্যপ্রাণীর ভয়ে কেমনভাবে দিন কাটান। দুর্গাপুজার সময় তাঁদের বাচ্চারা বাইরে বেরোতে পারে না, যা আমাদের খুবই কষ্ট দেয়। তাই এবার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ছোটদের শহরে নিয়ে গিয়ে দুর্গাপুজার আলোর রোশনাই দেখাব। আমাদের বিশ্বাস, এই অভিজ্ঞতা তাদের জীবনের ভোলার নয়। এই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন জলপাইগুড়ি মুখ্য বনপাল বিকাশ ভি। তিনি বলেন, বনবস্তির মানুষেরা আমাদের পরিবারেরই অংশ। তাদের বাচ্চাদের মুখে আনন্দের হাসি ফোটানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। দুর্গাপুজা শুধু শহরের নয়, জঙ্গলের ভেতর বসবাসকারী মানুষদেরও উৎসব। বন দফতরের এই পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা চাই শিশুরা উপলব্ধি করুক এই উৎসব আসলে সবার। স্থানীয় বাসিন্দা নীলিমা ওরাওঁ বলেন, এতদিন পুজোর সময় শহরের আলো দূর থেকে ঝলমল করতে দেখলেও সেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। বন দফতরের এই পদক্ষেপে গ্রামের শিশুরা কাছ থেকে দুর্গাপুজার উৎসব দেখবে। মরাঘাটের বনবস্তির ছোট্ট ছেলেমেয়েদের চোখে এবার সত্যিই ফুটবে দুর্গাপুজার আনন্দ, শহরের রঙিন আলোয় ভিজে উঠবে তাদের মনও। বন দফতরের এই মানবিক উদ্যোগ যেন প্রমাণ করল দুর্গোৎসব আসলে সবার।

আদিবাসী উন্নয়নের বার্তা দিয়ে উত্তরে করম উদযাপন

■ মালবাজারে পুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক।

■ আলিপুরদুয়ারে পুজোর অনুষ্ঠানে শামিল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ।

■ ময়নাগুড়িতে যুব তৃণমূলের তরফে দেওয়া হল ধামসা-মাদল।

ব্যুরো রিপোর্ট: আদিবাসী উন্নয়নের কথা ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার আদিবাসী সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব করম পুজোর দিনও থাকল আরও উন্নয়নের বার্তা। উত্তর থেকে দক্ষিণে রাজ্যের উদ্যোগে পালন করা হল করম উৎসব। মালবাজারের কুমলাই অঞ্চলে উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এগিয়ে দিয়েছেন সম্প্রদায়কে। ভবিষ্যতে আরও উন্নয়ন হবে। এমনই পরিকল্পনা রেয়েছে রাজ্যের। ময়নাগুড়িতে ব্লকের রামসাই এলাকার নিউ লাইন গ্রামো এদিন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় ধামসা, মাদল। আলিপুরদুয়ার জেলার চা বাগানগুলিতে করম পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

রাজ্যের উদ্যোগে কর্মশালা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: রাজ্যের উদ্যোগে যাত্রা শিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে উত্তর দিনাজপুর জেলা মিউজিয়ামে সাত দিবসীয় অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালার সমাপ্তি হল বুধবার। পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের আয়োজনে ও জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ব্যবস্থাপনায় উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই কর্মশালা হয়। যাত্রাশিল্পে নবীন প্রতিভার খোঁজে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির আয়োজিত সাত দিবসীয় আবাসিক অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালার দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির সদস্য কনক ভট্টাচার্য, রুমা দাশগুপ্ত, দিবাকর দে।

মাকে খুনে যাবজ্জীবন ছেলের

সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাকে খুন। বুধবার অভিযুক্ত ছেলের যাবজ্জীবন সাজা শোনাল কোচবিহার জেলা আদালত। অভিযুক্তের নাম মিঠুন সরকার। ঘটনা ২০২৩ সালের ১৬ জুন। অভিযোগ, পুন্ডিবাড়ি অন্তর্গত সাজেরপাড় খোঁড়ামারা এলাকার বাসিন্দা মিঠুন জমি বিক্রি করে টাকা দিতে বলে মাকে। মা টাকা দিতে অস্বীকার করলে মাকে গলা টিপে নির্মমভাবে খুন করে খাটের নিচে গর্ত করে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল অভিযুক্ত ছেলে। পরবর্তীতে মায়ের সেই দেহ লোপাট করার চেষ্টায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার চেষ্টা করে ছেলে। ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ ছেলেকে আটক করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহার জেলা আদালতে তার সাজা ঘোষণা হয় বুধবার। সরকারি আইনজীবী শিবেন রায় সাংবাদিকদের ওই রায়ের বিষয়ে জানান।

■ সাজা ঘোষণার পর অভিযুক্ত মিঠুন সরকার।

পুলিশের কৌশল, চোর ঢুকলেই বাজবে অ্যালার্ম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শহরে পরপর সোনার দোকানে চুরি। মিলেছে ভিনরাজ্যের যোগ। এবার চোর ধরতে নয়া কৌশল শিলিগুড়ি পুলিশের। চোর ঢুকলেই এবার বেজে উঠবে থেফ্ট অ্যালার্ম। বুধবার এই বিশেষ অ্যালার্ম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করে দিল শিলিগুড়ি পুলিশ। উদ্বোধন করেন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং। ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার রবিন থাপা, শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, পানিট্যাঙ্কি পুলিশ ফাঁড়ির ওসি-সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, শহরের মূলত হিলকার্ট রোড, বিধান মার্কেট সেবক রোডের বড় অংশ পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি ও ভক্তিনগর থানা এলাকার অধীনে রয়েছে। এই এলাকাগুলিতে রয়েছে বড় বড় সোনার দোকান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাঙ্ক এবং এটিএম। মূলত সোনার দোকান ও এটিএমে বসানো হবে এই অ্যালার্মের সুইচ। তবে ব্যবসায়ীদের নিজ খরচে বসাতে হবে এই সিস্টেম। কোনও দোকানে দুষ্কৃতী হানা হলে সেখানে থাকা সুইচে চাপ দিলে ফাঁড়ি অথবা থানাতে বেজে উঠবে সাইরেন। সেই সঙ্গে থানায় ফাঁড়িতে বসানো সার্ভারের সঙ্গে থাকা মনিটরে উঠে আসবে ওই দোকানে নাম, ঠিকানা এবং মোবাইল পাশাপাশি মালিকের নাম-সহ যাবতীয় তথ্য। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং জানান, আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে একটি সোনার দোকানে এই ডিভাইস বসানো হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের এই ডিভাইস সম্পর্কে বোঝানো হবে তাঁরাও যাতে এর আওতায় আসেন। এতে অল্প সময়ের মধ্যে অপরাধ দমন করা সম্ভব হবে।

■ উদ্বোধনে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার রাকেশ সিং।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

4 September, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

কোটি খুইয়ে আত্মহত্যা

সংবাদদাতা, ময়না : অনলাইনে শেয়ার ট্রেডিংয়ের প্রতি আসক্তি থেকে প্রথম দিকে লাভের মুখ দেখলেও পরে শেয়ার বাজারের অনিশ্চিত উত্থান-পতনের জেরে ক্ষতির মুখে পড়েন ময়নার কলাগাছিয়া হাই স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক রুদ্রপ্রসাদ হাইত (৩৭)। জানা যায়, কোনওদিন মদের ধারেকাছে না গেলেও মঙ্গলবার গভীররাতে হঠাৎই মদ্যপান করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ৫০টি পেন কিলার খেয়ে নেন। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে তাম্রলিপ্ত মেডিক্যালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

■ দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। পুরস্কার দিচ্ছেন ওসি মইনুল হক।

জালে নকল পুলিশ

সংবাদদাতা, হুগলি : পুলিশের জালে নকল দুই পুলিশ। ঘটনা পোলবা থানার। ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সি জানিয়েছেন, দিল্লি রোডের গায়ে একটি কারখানায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। সৌম্যদীপ সাঁতরা (২৮) বলাগড়ের বাসিন্দা ও প্রতাপ ঘোষ (৩৬) তালান্ডুর মালিপাড়ারা বাসিন্দা। তারা পুলিশের পোশাক, পিস্তল সবই নকল ব্যবহার করে তোলাবাজি করত। আদলত দু'জনের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

রিফিলিংয়ে বিস্ফোরণ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিকট শব্দ, ঝাঁঝালো ধোঁয়া আর আতঙ্কের চিৎকারে বুধবার দুপুরে কেঁপে উঠল দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের ম্যাক্সমুলার পথের আবাসিক এলাকা। একটি বাড়ির মধ্যেই চলছিল ফায়ার এক্সটিংগুইশার রিফিলিং। আচমকাই ঘটে বিস্ফোরণ। গুরুতর জখম টেকনিশিয়ান দেবরাজ সোমকে ভর্তি করা হয় বেসরকারি হাসপাতালে। জখম দেবরাজের সহকর্মী আজাদ খান বলেন, এক্সটিংগুইশারটি পুরনো ছিল। নাইট্রোজেন ভরার সময় অতিরিক্ত চাপে ফেটে যায়।

ধৃত বিজেপি নেতা

প্রতিবেদন : কংগ্রেসের দফতরে হামলা-কাণ্ডে গ্রেফতার বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। মঙ্গলবার গভীর রাতে ট্যাংরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে হামলা-ভাঙচুর, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে। বুধবার কোর্টে তুলে হেফাজতে নেওয়া হয়।

পরিবারের পাশে

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার বিধায়ক শওকত মোল্লার কনভয়ের পাইলট গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান এক যুবক। বুধবার সেই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে সবরকমভাবে মৃত যুবকের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। জানিয়েছেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনা। আমরা খুবই মর্মাহত। শেষকৃত্যের কাজ সম্পন্ন হলে আমরা ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমরা সবরকমভাবে ওই যুবকের পরিবারের পাশে থাকব।

জলসমস্যার সমাধানে দু'মাসেই বসছে ২২ লক্ষে গভীর নলকূপ, কাজের সূচনা

সংবাদদাতা, তমলুক : দীর্ঘদিন ধরে জলসংকটে ভুগছেন এলাকার বাসিন্দারা। দূরদূরান্ত থেকে জল এনে তাঁদের সমস্যা মেটাতে হত এতদিন। অবশেষে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হন স্থানীয় কাউন্সিলর চঞ্চল খাঁড়া। এলাকাবাসীর জল সমস্যা মোকাবিলা করতে তাম্রলিপ্ত পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে তাঁর উদ্যোগে বসানো হচ্ছে একটি গভীর নলকূপ। যার মাধ্যমে আশপাশের প্রায় ১০০- ১৫০টি পরিবারে পৌঁছে যাবে পানীয় জলের সংযোগ। এই প্রকল্পের জন্য খরচ হবে ২২ লক্ষ টাকা। বুধবার এই প্রকল্পের সূচনা হল। কাউন্সিলর চঞ্চল খাঁড়া-সহ আশপাশের ওয়ার্ডের কাউন্সিলরাও উপস্থিত ছিলেন। জানা গিয়েছে, ২০ নং ওয়ার্ডের মাকড়পাড়া এলাকার এই জলসমস্যা দীর্ঘদিনের। মাঝেমধ্যে সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌঁছত যে পুরসভার তরফে জলের ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে এলাকার জলসমস্যা মোকাবিলা করতে হত। এমনকী নতুন নতুন সংযোগ যুক্ত হওয়ার ফলে জলের চাপ কম থাকায় উঁচু জায়গাগুলিতে জল পৌঁছত না। নিয়মিত বিল দেওয়া সত্ত্বেও জল না পাওয়ায় পুরসভার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এমন পরিস্থিতিতে পুরসভার তরফে জলসংকট মেটানোর জন্য ২২ লক্ষ টাকায় গভীর নলকূপ বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। আগামী দু'মাসের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে নলকূপ প্রতিস্থাপনের কাজ। এরপর তার মাধ্যমে ওই ওয়ার্ড-সহ পাশের পঞ্চায়েত এলাকার একাধিক বাড়িতেও পৌঁছে যাবে পরিস্রুত পানীয় জল। বুধবার নলকূপ প্রতিস্থাপনের কাজের সূচনা হওয়ায় মুখে হাসি ফুটেছে এলাকাবাসীর। কাউন্সিলার চঞ্চল খাঁড়া বলেন, ওই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন করার। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা জলসমস্যায় ভুগতেন। তাই মানুষের সমস্যার কথা ভেবে ওখানে গভীর নলকূপ বসানো হচ্ছে। খুব দ্রুত কাজ সম্পন্ন হবে। এরপর বাড়ি-বাড়ি নলবাহিত পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে।

■ গভীর নলকূপ প্রতিস্থাপনের সূচনায় কাউন্সিলর চঞ্চল খাঁড়া-সহ অন্যরা। বুধবার।

তমলুক পুরসভা

সরিয়ে ফেলা হচ্ছে হলদিয়া গেট রাতে বন্ধ থাকবে জাতীয় সড়ক

সংবাদদাতা, হলদিয়া : শিল্পশহর হলদিয়ায় ইতিমধ্যে নতুন গেট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ। সেই জন্য পুরনো গেট সরিয়ে ফেলার কাজ শুরু করতে চলেছে পর্ষদ। আজ, বুধবার রাত থেকে চলবে গেট সরানোর কাজ। তাই রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে জাতীয় সড়কে যান চলাচল। জানা গিয়েছে, ১১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের ব্রজলালচক থেকে কাপাসএড়্যা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে ওই সময়। এর পরিবর্তে মহিষাদল হয়ে চৈতন্যপুরের ওপর দিয়ে সমস্ত যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। ওই সময় মূলত পুরনো হলদিয়া গেট সরানোর কাজ চলবে রাস্তার ওপর। ইতিমধ্যে হলদিয়া উন্নয়ন পরিষদের তরফে পুরনো গেটটিকে সরিয়ে নতুন ডিজাইনের হলদিয়া গেট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেইমতো টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। তাই অবিলম্বে যাতে নতুন গেট তৈরির কাজ শুরু করা যায় সেজন্য সরিয়ে ফেলা হচ্ছে পুরনো এই গেট। ২০১৩ সালে গেটটি তৈরি হয়েছিল। তবে বর্তমানে তার পরিকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই সেটিকে সরিয়ে ফেলতে চাইছে পর্ষদ। ইতিমধ্যে হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের তরফে রাতে এই জাতীয় সড়ক বন্ধের বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর বলেন, শিল্পশহর হলদিয়ায় প্রবেশের মুখে হলদিয়া গেটটি বর্তমানে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই সরিয়ে ফেলার জন্য রাতে জাতীয় সড়ক বন্ধ রাখা হবে। ওই একই জায়গায় নতুন গেট তৈরিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

■ সরছে হলদিয়ার এই পুরনো গেট।

পুজোর পরেই নিতুড়িয়ার প্রতি অঞ্চলে শুরু হবে স্বাস্থ্যশিবির

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুজোর পর থেকে নিতুড়িয়া ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে স্বাস্থ্যশিবির করবে প্রয়াত শশীভূষণ প্রসাদ যাদব ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও পারবেলিয়া সরস্বতী ক্লাব। শশীভূষণ ছিলেন এলাকার জনপ্রিয় তৃণমূল নেতা। ২০১০ সালের ২৯ মার্চ সিপিএমের দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হন তিনি। তারপর নিতুড়িয়াকে পুরোপুরি বামমুক্ত করেছিল মানুষ। দলের হাল ধরেছিলেন প্রয়াত নেতার ভাই শান্তিভূষণপ্রসাদ যাদব। এখন তিনিই নিতুড়িয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। দীর্ঘ ২৭ বছর তাঁর নেতৃত্বে এবং পারবেলিয়া সরস্বতী ক্লাবের পরিচালনায় হয়ে আসছে গণেশপুজো। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। পুজোর বিভিন্ন দিনে ছিল সাংস্কৃতিক ও জনসেবামূলক নানা অনুষ্ঠান। সেখানেই পুজোর অষ্টম দিনে মঙ্গলবার হল রক্তদান। শিবিরে ৫ মহিলা-সহ ৭২ জন রক্ত দেন। মঞ্চে দাঁড়িয়ে শান্তিভূষণ ঘোষণা করেন, পুজোর পর থেকে প্রতিটি অঞ্চলে স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও চক্ষুচিকিৎসা শিবির করবেন তাঁরা। শান্তিভূষণ বলেন, প্রয়াত শশীভূষণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ মেনে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার অন্যতম বিষয় ছিল জনসেবা ও জনসংযোগ। সেই দর্শন মেনেই আমরা চলি। দরিদ্রদের চিকিৎসার ভার নেয় সরস্বতী ক্লাব। এবার অঞ্চলে অঞ্চলে গিয়ে জনসেবা করা হবে। পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য বাবুজান হেমব্রম বলেন, পুজোর অষ্টম দিনে মা-মাটি-মানুষ নামে একটি যাত্রাপালা মঞ্চস্থ হয়েছে।

■ অনুষ্ঠান সূচনায় তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ অন্যরা।

টিআই প্যারেড শেষে দোষীর ফাঁসির দাবি ঈশিতার মা-বাবার

সংবাদদাতা নদিয়া : মেয়ের মৃত্যুর পর বুধবার সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটল ঈশিতার মা-বাবার। সকাল সকাল কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশের গাড়ি করে কুসুম মল্লিক ও দুলাল মল্লিক ছেলে করনের সঙ্গে এসে পৌঁছন থানায়। তারপর সেখান থেকে রওনা দেন নদিয়া জেলা সংশোধনাগারে। সেখানেই অভিযুক্তকে সনাক্তকরণের পর দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা বলেন, মেয়েকে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনার পর পুলিশের প্রতি আস্থা রেখেছিলাম আমরা। এবার দোষীর যাতে ফাঁসির শাস্তি হয় সেই ভরসা রয়েছে আদালতের উপর। ঘূর্ণিতে নদিয়া জেলা সংশোধনাগারে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে হয় টিআই প্যারেড। মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিংকে উত্তরপ্রদেশের ইন্দ নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার করে আনে স্পেশাল টিম। মঙ্গলবার বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পর সংশোধনাগার থেকে ফিরে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন নিহত ঈশিতা মল্লিকের বাবা-মা। মা কুসুম মল্লিকের দাবি, আমি মেয়ের খুনিকে চিনতে পেরেছি। দেখার পর ভেবেছি আমার নিষ্পাপ মেয়েকে কীভাবে খুন করতে পারল ওই খুনি! খুনির কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি চাইছি। বাবা দুলাল মল্লিক বলেন, এতদিন পুলিশের প্রতি ভরসা ছিল, এবার আদালতের উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে। আমি চাই অভিযুক্তের যাতে ফাঁসির সাজা হয়। ঈশিতার মা-বাবার পাশাপাশি বাংলার মানুষও এখন কৃষ্ণনগরের খুনের ঘটনায় দোষীর চরম সাজার অপেক্ষায় তাকিয়ে আছেন কোর্টের দিকেই।

■ টিআই প্যারেডের পর ফেরার পথে নিহত ঈশিতার মা-বাবা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

4 September, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

মঙ্গলবার সিটি সেন্টারের বিভিন্ন জায়গায় অবৈধ দখলদার উচ্ছেদে অভিযান চালায় আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থা। জংশন মল, স্মার্ট বাজার, অন্যান্য স্থানে পথচারীদের সমস্যার সমাধানে এই পদক্ষেপ

বিজেপির ৪ স্থায়ী সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যদের

সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : এবার বিজেপির স্থায়ী সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনলেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই অনাস্থায় অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। জানা গিয়েছে, পাঁশকুড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির পুরুষোত্তমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির দখলে থাকা ৪ স্থায়ী সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা। সম্প্রতি পাঁশকুড়ার বিডিওর কাছে এই অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে। উল্লেখ্য, এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসন ১৭। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পায় ৭, বিজেপি ৫, কংগ্রেস ২, আইএসএফ ২ এবং সিপিএম একটি আসন। সেই সময় তৃণমূলের থেকে প্রধান ও উপপ্রধান হলেও ৪টি স্থায়ী সমিতি দখল করে নেয়

■ পাঁশকুড়া ১ ব্লকের পুরুষোত্তমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্যরা অনাস্থা জমা দিয়ে বেরোনোর পর।

পাঁশকুড়া

বিজেপি। সম্প্রতি ওই পঞ্চায়েতের বিজেপির দুই সদস্য রিঙ্কু দাস অধিকারী ও নিরুপমা সাঁতরা তৃণমূলে যোগ দেন। এর ফলে ওই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের শক্তি বৃদ্ধি হয়। এরপরই গত সোমবার স্থায়ী সমিতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ে। এক মাসের মধ্যেই পুনরায় ভোটাভুটি করে স্থায়ী সমিতি গঠন হবে। অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে জানান বিডিও অমিতকুমার মণ্ডল। এ বিষয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পাঁশকুড়া ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুজিতকুমার রায় বলেন, আমরা ওদের সময় দিয়েছিলাম স্থায়ী সমিতি থেকে পদত্যাগ করার জন্য। সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করায় অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি।

জেলায় জেলায় করম পরব

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে করম পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত শালবনির বিধায়ক তথা রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত-সহ অন্যরা।

■ কালনায় করম পুজোয় আটঘরিয়া সিমলন আদিবাসী পাড়ার অনুষ্ঠানে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

■ পিংলা ব্লকের তরফে বুধবার সকালে কুশুমদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুতচড়া এলাকায় করম পুজোয় উপস্থিত হন বিডিও লাকপা ওয়াংচু শেরপা, জেলা পরিষদ সদস্য সেখ সবেরাতি, পিংলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিমাই সিং-সহ অন্যরা।

মাদলবাদক কর্মাধ্যক্ষ

■ সাঁকরাইল ব্লকের উদ্যোগে বুধবার হেড কোয়ার্টার রোহিণীতে করম পরব পালিত হল ব্লক প্রশাসনের তরফে। ছিলেন বিডিও রোহন ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মথুর মাহাত-সহ প্রশাসন কর্তা ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানে কৃষি কর্মাধ্যক্ষ নিজেই মাদল বাজিয়ে সবাইকে উৎসাহিত করেন। করম পরবের নাচের টিম যোগ দিয়ে নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। বিডিও রোহন ঘোষ বলেন, জঙ্গলমহলে করম পরব বিশেষ উৎসব। এই উৎসব সাঁকরাইলবাসীর ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে শিক্ষারত্ন নেবেন পূর্ব মেদিনীপুরের ২ কৃতী শিক্ষক

সংবাদদাতা, তমলুক : আজ, বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেতে চলেছেন পূর্ব মেদিনীপুরের দুই শিক্ষক। শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এই বিশেষ সম্মান জানানো হচ্ছে পাঁশকুড়ার ঘোষপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুপ্রতিম মান্না এবং নন্দকুমারের নাইকুণ্ডি মক্তব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ আব্দুস সাত্তারকে। ২০২৪ সালেই দুজনের নাম শিক্ষারত্ন হিসেবে মনোনীত হয়। কিন্তু সেবছর এই সম্মান দেওয়া হয়নি। তাই এ বছর দুজনই রাজ্যের শিক্ষারত্ন পুরস্কার পেতে চলেছেন। বুধবারই দু'জন পৌঁছে যান কলকাতায়। জানা গিয়েছে, পাঁশকুড়ার ঘোষপুর হাই স্কুলেরই একসময় ছাত্র ছিলেন সুপ্রতিমবাবু। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ওই স্কুলেই পড়েছেন তিনি। ২০০২ সালে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত হলেও ২০২৪-এ ঘোষপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। এর আগে নন্দকুমারের মল্লিকচক অমরস্মৃতি বিদ্যাপীঠ ও খড়্গপুরের জফলা আদর্শ বিদ্যায়তনের শিক্ষক ছিলেন। ১১ বছর ঘোষপুর হাই স্কুলের উন্নয়ন ও সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর হাত ধরে এই স্কুলে চালু হয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম। একসময় যে স্কুলের হস্টেল প্রায় শূন্য হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আজ সুপ্রতিমবাবুর জন্যই আশপাশের জেলার ছাত্রছাত্রীরা সেখানে থেকে পড়াশোনা করছেন। ক্রীড়াক্ষেত্রেও রাজ্য ও জেলাস্তরে তাঁর নেতৃত্বে এই স্কুল শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার জিতে আনে। নিয়মিত বাল্যবিবাহ থেকে মোবাইল ফোনের সুফল-কুফল নিয়ে আলোচনা শিবিরের আয়োজন করেছেন সুপ্রতিমবাবু। তাঁর এই সম্মান পাওয়ার খবরে খুশি ছাত্রছাত্রীরা। অন্যদিকে, সংখ্যালঘু এলাকার প্রত্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নজির গড়েছেন শেখ আব্দুস সাত্তার। ১৯৯৯- ২০০৮ সাল পর্যন্ত ব্যবত্তারহাট টিকারামপুর প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন তিনি। চাকরিতে যোগ দেওয়ার এক বছর পর অর্থাৎ ২০০০ সাল থেকেই প্রধান শিক্ষক হন। ২০০৮ সালের পর নাইকুন্ডি মক্তব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাত্তারবাবু। তাঁর নেতৃত্বে এই প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে নির্মল বিদ্যালয়, জেলার সেরা বিদ্যালয়, স্বচ্ছ বিদ্যালয় এবং শিশু মিত্র পুরস্কারের মতো একাধিক সম্মান। বাড়ি মহিষাদলের লক্ষ্যা গ্রামে হলেও স্কুলছুট কমাতে দিনের পর দিন এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম ছুটে বেরিয়েছেন এই শিক্ষক। প্রাইভেট স্কুলগুলোর সঙ্গে নীরব লড়াইয়ের মাঝেও সাত্তারবাবুর স্কুল আজ এলাকাবাসীর কাছে সেরার সেরা। দুই শিক্ষারত্ন সুপ্রতিম মান্না এবং শেখ আব্দুস সাত্তার বলেন, এই পুরস্কার পেয়ে সমাজ ও স্কুলের প্রতি দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পলাশ রায় বলেন, এবছর নতুন করে আবেদন গ্রহণ করা হয়নি। গত বছরের তালিকায় থাকা দুই শিক্ষকই শিক্ষারত্ন সম্মান পাবেন। তাঁদের অভিনন্দন।

■ সুপ্রতিম মান্না

■ আব্দুস সাত্তার

নেশার টাকা না পেয়ে মাকে বঁটির কোপ গুণধর ছেলের

সংবাদদাতা, পটাশপুর : মদ ও গাঁজার নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল গুণধর ছেলে। বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে দিনের পর দিন চলত নেশা। নেশার টাকা দিতে আপত্তি করায় এবার মায়ের গলায় ধারালো বঁটির কোপ বসাল গুণধর ছেলে। বুধবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানার হাট গোপালপুর এলাকার ঘটনায় ইতিমধ্যে গুণধর ছেলে কৌশিক দলপতিকে গ্রেফতার করেছে পটাশপুর থানার পুলিশ। জানা যায়, প্রথম থেকেই বদমেজাজি কৌশিক বেশ কয়েক বছর আগে ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছিল। সেখান থেকেই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে লকডাউনের সময় বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে এসেও নেশায় আসক্ত থাকত। একাধিকবার বাবা কেনারাম দলপতি ও মা নিয়তি দলপতি বকাবকি করলেও কোনও লাভ হয়নি। উল্টে চলত ঝগড়া, ঝামেলা। বাড়িতে দুই ভাই ও মা-বাবাকে নিয়ে সংসার। বাবা কোনওক্রমে চাষবাস করে সংসার চালাতেন। বাড়িতে রাখা টাকা চুরি করে দিনের পর দিন নেশা করত ছেলে। বুধবার মায়ের কাছে নেশার টাকা চায়। আপত্তি জানান নিয়তি দেবী। মা-ছেলের মধ্যে শুরু হয় বাদানুবাদ। একরোখা ছেলে হাতের কাছে ধারালো বঁটি পেয়ে মায়ের গলায় কোপ মারে। মুহূর্তে ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে যায়। নিয়তি দেবীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে এগরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। পটাশপুর থানা খবর পেয়ে এসে কৌশিককে প্রথমে আটক এবং পরে গ্রেফতার করে। এগরার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল কুণ্ডু বলেন, আমরা খবর পেয়েই অভিযুক্ত ছেলেকে আটক করে নিয়ে এসেছি। ধারালো অস্ত্রটিও উদ্ধার করা হয়েছে।

■ ধৃত কৌশিক।

৩০০ বছর ধরে হয়ে আসছে 'কালো দুর্গা'র পুজো

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

বংশ পরম্পরায় প্রায় ৩০০ বছর ধরে হয়ে আসছে 'কালো দুর্গা'র পুজো। পরিবারের লোকজন বলেন 'ভদ্রকালীরূপী দুর্গা'। বর্ধমানের ৫ নং ইছলাবাদ সাউথ ব্লক এলাকার বাসিন্দা জয়ানন্দ তীর্থনাথ ওরফে জয়ন্ত ভট্টাচার্যের বাড়িতে এই কালোদুর্গা পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছে বহু আগে। জয়ন্ত জানিয়েছেন, বর্তমান বাংলাদেশের স্থল-এর পাকড়াশী বংশের পূর্বপুরুষ হরিদেব ভট্টাচার্য প্রথম এই পুজো শুরু করেন প্রায় আটপুরুষ আগে। হরিদেব ভট্টাচার্য স্বপ্নাদেশ পান দেবীকে এই ভদ্রকালীরূপী দুর্গারূপেই পুজো করার জন্য। সেই থেকে শুরু। জয়ন্ত জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ বিশেষ তন্ত্রমতে এই পুজো হয়। ষষ্ঠী থেকে পুজো শুরু। প্রতিদিনই মায়ের ভোগে থাকে আড়মাছ, বোয়ালমাছ, কাতলা, পাবদা প্রভৃতি। নবমীর দিন দেওয়া হয় ইলিশ। সন্ধিতে ভদ্রকালী দুর্গারূপিণী চামুণ্ডার পুজো হয়। দশমীর দিন দেওয়া হয় পান্তা ভাত, লেবু, কাঁচা লঙ্কা, টক দই, ইলিশের মাথা দিয়ে কচুশাক, ৫ রকম ভাজা-সহ দু'রকম তরকারী। সপ্তমীর দিন খিচুড়ি ভোগ এবং অষ্টমীতে পোলাও-সহ নিরামিষ ভোগ। নবমীতে ফ্রায়েড রাইস, দু'রকম মাছ ছাড়াও পাঁঠা বলি হয়। সপ্তমী, সন্ধিপুজো এবং নবমীতে তিনদিন পাঁঠাবলি হয়। ভোগে থাকে চাটনি, পায়েস, লুচি, নারকেল নাড়ু প্রভৃতি। বর্ধমানে মূর্তি গড়েন দীনবন্ধু পাল। একচালের দুর্গাপ্রতিমা চতুর্ভুজা ভদ্রকালী, দয়াময়ী মূর্তি। জয়ন্ত জানিয়েছেন, তাঁদের এই প্রতিমায় বিশেষত্ব হল কার্তিক ও গণেশ অন্যান্য মূর্তির মতো থাকে না। এখানে তাঁরা বিপরীতে থাকেন। দেবীর বামদিকে থাকেন গণেশ এবং ডানদিকে থাকেন কার্তিক। জয়ন্তবাবু জানিয়েছেন, তাঁর বাড়ির এই পুজোয় তাঁর স্ত্রী মাধবী ভট্টাচার্য, মেয়ে শ্রেয়া ভট্টাচার্য ছাড়াও থাকেন ভক্ত ও শিষ্যরাও। পঞ্চমীতে গুরুপুজো দিয়ে শুরু হয়। প্রত্যেকদিন চণ্ডীপাঠ হয়।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
4 September, 2025 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

বেঙ্গালুরুতে খুন বাংলার শ্রমিক সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার দেহ

সংবাদদাতা, মালদহ: ফের ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে খুন বাংলার শ্রমিক! এবার ঘটনাস্থল বেঙ্গালুরু। দু'মাস নিখোঁজ থাকার পর সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার হল চাঁচলের শ্রমিকের পচাগলা দেহ। নিহত শ্রমিকের নাম মুকেশ। চাঁচল-২ ব্লকের ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পরানপুর গ্রামের বাসিন্দা। নিহত শ্রমিকের পরিবারের অভিযোগ, কাজ করতে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যান মুকেশ। ২ মাস ধরে তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি। ওই রাজ্যের প্রশাসনের তরফেও কোনও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। অবশেষে দু'মাস পর উদ্ধার হয় পচাগলা দেহ। এই মর্মান্তিক ঘটনার খবরে মুহূর্তে ভেঙে পড়ে পরিবার। শোকে স্তব্ধ হয়ে যায় গ্রামবাসীরাও। খবর পেয়ে মৃতের বাড়ি পৌঁছান মালতীপুর বিধানসভার বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁদের সান্ত্বনা দেন এবং আশ্বাস দেন সর্বতোভাবে পাশে থাকার। বিধায়ক জানান, পরিবারকে প্রশাসনিক সহায়তা ও ব্যক্তিগত সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করবেন তিনি।

শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। বুধবার নিহত শ্রমিকের বাড়িতে যান বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি।

২০ দিন কোমায়, মৃত্যুকে জয় করে নিজের হাতেই প্রতিমা গড়ছেন ধনঞ্জয়

সংবাদদাতা, হুগলি: মৃত্যুকে চাক্ষুষ করেও রাজার মতো ফিরে এসেছেন পোলবার বীরেন্দ্রনগর গ্রামের ধনঞ্জয় মিশ্র। দেবীর মূর্তি গড়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সংসার চালাতেন ধনঞ্জয়বাবু। কিন্তু হঠাৎই এক দুর্ঘটনায় মাথা কাঁধ ও বাঁ হাতে গুরুত্বর আঘাত পান তিনি। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেন কুড়ি দিন। এমনকী কোমায় চলে যান তিনি। কিন্তু ওই যে ভগবান সহায় থাকলে কেউ ভাগ্য কেড়ে নিতে পারে না। তাই মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরে এসেও এখন আবার স্বমহিমায় প্রতিমা গড়ছেন ধনঞ্জয়। ২০১৫ সালে তার জীবনে নেমে আসে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় লরিতে ঠেকে যায় তার বাইকের হ্যান্ডেল। রাস্তা থেকে ছিটকে পড়েন তিনি। তাঁর উপর দিয়ে চলে যায় চার চাকা গাড়ি। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে টানা ২০ দিন কোমা থেকে ফিরে আসেন শিল্পী। বাঁহাত ভেঙে পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়। কোনও কাজই ঠিকভাবে করতে পারেন না বাঁ হাতে। এখনও মাঝেমধ্যেই যন্ত্রণা হয়। শত যন্ত্রণা সহ্য করেও জীবনযুদ্ধে লড়ে যান। কারণ তিনি কখনও জীবনে হারতে চান না। ২০ দিন কোমায় থাকার পর জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন তিনি। মনে করেন ঈশ্বরই তাঁর ভরসা। কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরেই ফের লেগে পড়েন এক হাতেই দুর্গা তৈরি করতে। এবছর তিনি দুটো দুর্গা তৈরি অর্ডার পেয়েছেন। ২০০৩ সালে আর্ট কলেজে থেকে উত্তীর্ণ হন। সেখানে প্রতিমা তৈরি শেখেন, তার পাশাপাশি বিভিন্ন ছবি আঁকাও শেখান তিনি। বর্তমানে তাঁর কাছে প্রায় ৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী আঁকা শেখেন। এক মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে তাঁর সংসার। ধনঞ্জয় বলেন, আমার এক হাতে কাজ করতে খুব সমস্যা হয়। তবে আমার স্ত্রী আমাকে কিছুটা সাহায্য করে। একটা দুর্ঘটনায় বাঁ হাত নষ্ট হয়ে যায় ডান হাত দিয়ে সব কাজ করতে হয় আমাকে। বাঁ হাতের ৭০% কোনও কাজ হয়না। শুধুমাত্র মনের জোর এই প্রতিমা তৈরি করি। আমি যে কোনও মূর্তি তৈরি করতে পারি, যে কোনও মানুষকে দেখে তাকে তৈরি করতে পারি। তবে সবটাই ভরসা তারামা আর কৃষ্ণ। প্রতিমা গড়তে গড়তেই ধনঞ্জয় বললেন, মনের জোরটাই আসল। পরোয়া না করে এগিয়ে যাওয়ার নাম জীবন।

প্রতিমা গড়তে ব্যস্ত ধনঞ্জয়।

খেজুরির জোড়া-রহস্যমৃত্যু সিআইডিতেই আস্থা হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : সিআইডিতেই পূর্ণ আস্থা হাইকোর্টের। পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির জোড়া রহস্যমৃত্যু মামলায় রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা সিআইডির উপর আস্থা রেখেছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। এবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রাশিদির ডিভিশন বেঞ্চও জানিয়ে দিল, সিআইডি তদন্ত করছে, তাই এখনই সিবিআই নিয়ে ভাবতে নারাজ আদালত। তবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ১৭ জনের কল রেকর্ড তলব করেছে আদালত।

১৭ জনের কল রেকর্ড তলব

এই মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আগেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেও আস্থা সিআইডিতেই। গত ১১ জুলাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরির বছর তেইশের সুজিত দাস এবং পঁয়ষট্টি বছরের চন্দ্র পাইকের মৃত্যু হয়। ঘটনায় দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের নির্দেশও দিয়েছিল আদালত। কিন্তু দুই হাসপাতালের দুইরকম রিপোর্টে সন্দেহ দানা বাঁধে। ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত করার পর কীভাবে অত্যাচারের দাগ আসতে পারে? মেলার মধ্যে এত বড় ঘটনা ঘটল অথচ কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান নেই কেন? চিকিৎসক, তদন্তকারী অফিসার এবং ওসি-সহ বাকি ১৭ জনের ফোন রেকর্ডিং খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মকুব স্বাস্থ্য-জীবনবিমার জিএসটি

(প্রথম পাতার পর) এর ফলে প্রায় ৪৮ হাজার কোটির রাজস্ব ঘাটতি হবে। এই ঘাটতি মেরামত করতে কোনওভাবেই রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ কমানো যাবে না। চন্দ্রিমার দাবির সমর্থনে সোচ্চার হন পাঞ্জাব, কেরল, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল, কর্নাটকের অর্থমন্ত্রীরাও। কিন্তু স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কোনও প্রতিশ্রুতি না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ রাজ্যগুলি। চন্দ্রিমা জানিয়ে দেন, রাজ্যগুলির সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হলে তা মেনে নেওয়া হবে না।

এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, জিএসটির ১২% ও ২৮%-এর দুটি স্ল্যাব থাকছে না। পরিবর্তে ৫%, ১৮% ও ৪০%-এর নতুন তিনটি স্ল্যাব তৈরি করা হল। ৪০% স্ল্যাবটি মূলত লটারি, তামাকজাত দ্রব্য ও বিলাসবহুল দ্রব্যের উপর রাখা হয়েছে। নয়া জিএসটি লাগু হবে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে। জিএসটির নয়া স্ল্যাবের দরুন দাম কমতে পারে ১৭৫টির বেশি দ্রব্যের। ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধের জিএসটি শূন্য হয়েছে। পাউরুটিতেও থাকছে না জিএসটি। কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি নীতি নিয়ে বারেবারেই বাংলা-সহ অন্যান্য রাজ্য প্রতিবাদ জানিয়েছে। প্রবল চাপের মুখে সাধারণ মানুষের দাবিকেই মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এই লড়াই আগামী দিনেও চলবে।

চেষ্টা বিভ্রান্তির, পাল্টা তোপ

(প্রথম পাতার পর)

সোশ্যাল মিডিয়া সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য এই নিয়ে বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, তারা মানুষের আসল সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতেই এসব নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। দলের মুখপাত্র তথা রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, সাধারণ মানুষের যে বেঁচে থাকার লড়াই— রুটি, কাপড় আর বাসস্থানের লড়াই থেকে নজর ঘোরাতে ও বিভ্রান্তি ছড়াতেই এসব করছে বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার প্রতি বৈষম্য, বাংলার প্রতি বঞ্চনা, বাংলা ভাষাকে অপমান— এসব থেকে নজর ঘোরাতে এই কাণ্ড করা হচ্ছে। অনুপ্রবেশ নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে, তার আগে দেখতে হবে অনুপ্রবেশটা হচ্ছে কীভাবে? অনুপ্রবেশ হল, অন্য দেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে এ-দেশে ঢোকা। আমাদের বলছি, সীমান্ত পাহারা দেয় কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের অধীন বিএসএফ ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তাহলে এটা আটকানোর দায়িত্বটাও কেন্দ্রের। আপনারা সেটা আগে ঠেকান। তা না করে বলছেন, অনুপ্রবেশ হয়ে থাকলে এটা হবে, সেটা হবে। এসবই হল অনুপ্রবেশ নিয়ে আসলে রাজনৈতিক ভেদাভেদপূর্ণ নজর ঘোরানোর খেলা। আসল কাজ হল অনুপ্রবেশ ঠেকানো। সেটা কেন্দ্রের দায়িত্ব। তার মানে কেন্দ্রীয় সরকার কোথাও ফেল করছে, আর এসব করে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সেখান থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা চলছে। কুণাল আরও বলেন, সিএএ থেকে এনআরসি হয়ে এসআইআর— এ-সবই হল আসলে দেশের অর্থনীতির বিপর্যয়, গরিব মানুষের বিপর্যয়, মধ্যবিত্তের বিপর্যয়, কৃষিজীবীর বিপর্যয় থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা।

দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন— প্রথমত, সিএএ আইন পাশ হয়েছিল ২০২০ সালে। নিয়ম বানাতেই ৪ বছর পার! লোকসভা ভোটের আগে রুল ফ্রেম করা হল। করার পর আজ পর্যন্ত কতজন সিএএ-তে আবেদন করেছেন, সেই সংখ্যাটা সুকান্তবাবুরা বলতে পারবেন না, কারণ তাঁরা লজ্জা পাবেন, তাঁরা এমন কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন্স রেখেছেন সেখানে মতুয়া, রাজবংশী বা ওপার বাংলা থেকে আসা লোকজন আবেদন করতে গেলেই বিপদে পড়বেন। সেই কারণে আবেদনের সংখ্যা এত কম। দ্বিতীয়ত, সিএএ-তে নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত করলেন, কিন্তু বলুন তো ২০২৪ সালের ২১ জুলাই বাংলাদেশে যখন রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন চলছে, যখন সেখানে সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দুরা নির্যাতিত হচ্ছেন, তখন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, যদি কেউ আমাদের দরজায় এসে ঠকঠক করে আমরা তাঁদের আশ্রয় দেব। সেই মুহূর্তে বিজেপি কেন বিরোধিতা করেছিল? আজকে তো নিজেরা সেই কাজটাই করছে। কারণ, নির্বাচনের আগে সবকিছুর মধ্যে হিন্দু, মুসলমান শব্দগুলো তাঁদের ঢোকাতেই হবে।

তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল বলেন, এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য আবেদনের সময়সীমার তারিখে এভাবে আবেদন করা যায় না। এর জন্য পুনরায় আইন সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। সুকান্ত মজুমদার ভুয়ো তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলবেন বিধানসভায়

(প্রথম পাতার পর)

বক্তব্য নিয়ে কুযুক্তি তুলে বিধানসভা অধিবেশনে চূড়ান্ত অসভ্যতা করে সাসপেন্ড হয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এই আবহে আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী কী বলেন তা শুনতে সকলেই আগ্রহী। বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও বাঙালিবিদ্বেষ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টানা প্রতিবাদ কর্মসূচি করছে তৃণমুল কংগ্রেস। বিজেপিশাসিত রাজ্যে আক্রান্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরে আসতে সাহায্য করছে রাজ্য সরকার।

চিতার সঙ্গে লড়াই করে

(প্রথম পাতার পর)

চিতাবাঘটিকে। জখম করে যুদ্ধে জয়ী হন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের বেডে শুয়েই জানিয়েছেন পুরো ঘটনা। তিনি বলেন, সাইকেল থেকে মাটিতে পড়তেই থাবার পর থাবা বসাতে থাকে চিতাবাঘটি। ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বেশ কিছুক্ষণ চলে এই লড়াই। ঠিক তখনই একটি টোটো হেডলাইট জ্বালিয়ে আসছিল। টোটোচালক চিতা ও মানুষের লড়াই দেখে ভয়ে টোটো ফেলেই পালিয়ে যান! যদিও টোটোর আলো চোখে পড়তেই চম্পট দেয় চিতাবাঘটি। এরপর জখম ব্যক্তির চিৎকারে পথচলতি মানুষজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে অবস্থা দেখে খবর দেয় বন দফতরে। ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই বন দফতরের কর্মীরা এবং শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি এসে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত একমাসের মধ্যে মাঝেরডাবরি চা-বাগানে বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি করেছে বন দফতরের কর্মীরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দিল্লি দরবার

4 September 2025 • Thursday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বৃহস্পতিবার

গণেশ বিসর্জনের শোভাযাত্রায় দুরন্ত গতিতে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ল মত্ত চালক। পিষে দিল ৩ জনকে। গুরুতর জখম আরও অন্তত ২২। ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের যশপুর জেলায়। মঙ্গলবার রাতে

বৃষ্টির দাপটে বিধ্বস্ত হিমাচল, জম্মু-কাশ্মীরও

দিল্লিতে উদ্ধারে নেমেছে নৌকা ‘বিপর্যস্ত রাজ্য’ ঘোষণা পাঞ্জাবকে

প্রতিবেদন: ক্রমশই ভয়বহ হয়ে উঠছে বর্ষার তাণ্ডব। রাজধানী দিল্লি থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ এবং জম্মু-কাশ্মীরে বেপরোয়া প্রকৃতির রোষ।

রাজধানীর রাজপথে নৌকা

আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে দিল্লিতে যমুনার জলস্তর। ভাঙার মুখে আগের যাবতীয় রেকর্ড। মঙ্গলবার সকালেই বিপদসীমা ছুঁয়ে ফেলেছিল যমুনার জলস্তর। রাতের মধ্যে হু হু করে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০৫.৩৩ মিটার। স্বাভাবিকভাবেই দিল্লি-এনসিআরে জারি করা হয়ে লাল সতর্কতা, বন্যাসতর্কতা। ইতিমধ্যেই দিল্লি ও লাগোয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে হরিয়ানার হাতিকুণ্ড বাঁধ থেকে ১ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে। দিশাহারা আতঙ্কগ্রস্ত বাসিন্দারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়। যমুনাবাজার, নিগমবোধ ঘাট, বাসুদেব ঘাট এলাকায় মঙ্গলবার থেকেই কোমর সমান জল। নৌকা নামিয়ে উদ্ধার করা হচ্ছে আটকে পড়া বাসিন্দাদের। ঘরের ভেতরেও বুক সমান জল। যমুনার উপরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লোহাপুল। বুধবারও ভারীবৃষ্টিতে নাকাল দিল্লি, নয়ডা, গাজিয়াবাদ ও গুরুগাঁও। গুরুগাঁওতে ইফকো চক, হন্ডাচক ও শঙ্কর চক ডুবে গেছে জলে। বন্ধ হয়ে গেছে দিল্লি-জয়পুর জাতীয় সড়ক। ভারীবৃষ্টির তাণ্ডবে রাস্তা

ধসে গিয়েছে জনপুরীর। নয়ডার সেক্টর ১২৮ ও ডুবে গেছে জলে। বিপর্যস্ত ঘর-বাড়ি এবং প্রচুর কৃষিজমি। সোনিপথে ডুবে গিয়েছে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের একাংশ। দিল্লিতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে পুরনো রেলওয়ে ব্রিজ।

বিপর্যস্ত পাঞ্জাবে হত ৪০

গত ৪ দশকে এমন ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েনি পাঞ্জাব। একনাগাড়ে এমন ভয়ঙ্কর বৃষ্টির দাপটও দেখা যায়নি স্মরণকালে। প্রবল বন্যার গ্রাসে চলে গিয়েছে পাঞ্জাবের ২৩টি জেলারই বড় অংশ। এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪০ জন। মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সরকারি তথ্যেরই দাবি, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩.৪৫ লক্ষ মানুষ। সম্পূর্ণ জলের নীচে চলে গিয়েছে অন্তত ১৪০০ গ্রাম। পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ, পাঞ্জাবকে ‘বিপর্যস্ত রাজ্য’ ঘোষণা করেছে সে রাজ্যের আপ সরকার। উদ্ধারের কাজে নেমেছে সেনা। নৌসেনা এবং বায়ুসেনার জওয়ানদেরও দুর্গত এলাকায় পৌঁছতে কঠিন সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। নেমে পড়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ২৩টি দলও। সরকারি হিসেব বলছে, এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে কুড়ি হাজারেরও বেশি দুর্গতকে। এরমধ্যে প্রায় ৬০০০ মানুষকে পাঠানো হয়েছে ত্রাণ শিবিরে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাঠানকোট। মৃতের সংখ্যা অন্তত ৬। লুধিয়ানায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৫ জনের। সবচেয়ে বেশি গ্রাম ডুবে গিয়েছে গুরুদাসপুর জেলায়। সংখ্যাটা প্রায় ৩২৪। অমৃতসর এবং হোসিয়ারপুরে ডুবেছে যথাক্রমে ১৩৫ এবং ১১৯ গ্রাম। অন্যান্য গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলোর মধ্যে রয়েছে বার্নালা, ভাতিণ্ডা, ফিরোজপুর, পাতিয়ালা, সাঙ্গরুর, তরন তারান।

হিমাচলে অরেঞ্জ অ্যালার্ট

প্রবল বৃষ্টির দাপটে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশও। বৃষ্টির দোসর ভূমিধস। মঙ্গলবার থেকে বেড়েই চলেছে তাণ্ডব। সরকারি সূত্রে মৃতের সংখ্যা ৫ বলে দাবি করা হলেও স্থানীয় সূত্রে বলা হয়েছে, মৃত অন্তত ১০। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে একের পর এক বাড়ি। অবরুদ্ধ ৪টি জাতীয় সড়ক-সহ মোট ১৩৩৭টি রাস্তা। ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে আপেল চাষ এবং শিল্পের। থমকে পর্যটনও। বুধবার অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে কাংগ্রা, মাণ্ডি, সিরমৌর ও কিন্নরে। হলুদ সতর্কতা উনা এবং বিলাসপুরের জন্য। লক্ষণীয়, বর্ষার শুরু থেকে এই পাহাড়ি রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৩০০ জন। উত্তরাখণ্ডেও প্রবল বৃষ্টির সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।

জম্মুও কাশ্মীরে স্তব্ধ রেল

বিরামহীন বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত জম্মু-কাশ্মীরে। ৮ দিন ধরে স্তব্ধ জম্মুর রেল যোগাযোগ। জম্মু এবং কাটরা স্টেশন থেকে বাতিল করা হয়েছে ৬৮টি ট্রেন। বাতিলের মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফলে আটকে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের মুখে বৈষ্ণোদেবী যাত্রার পুণ্যার্থীরা।

অনন্তকাল বিল আটকে রাখতে পারেন না রাজ্যপাল জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত

প্রতিবেদন : গভর্নররা অনন্তকাল ধরে বিল আটকে রাখতে পারেন না। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি বিক্রম নাথ ও পিএস নরসিমা পৃথকভাবে জানিয়েছেন, রাজ্যপালেরা অনির্দিষ্টকালের জন্য বিল আটকে রাখতে পারবেন না। অযথা বিলম্বিত করে সংবিধানের কার্যকারিতা ব্যাহত করতে পারবেন না। মঙ্গলবার পাঁচ বিচারকের মধ্যে তিনজন পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর বিল সংক্রান্ত অভিযোগ পর্যবেক্ষণ করে একথা জানিয়েছেন।

এদিন তামিলনাড়ুর পক্ষে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি এবং পি উইলসন বলেন, প্রজাতন্ত্রে রাজ্যপালরা নিজেদের রাজপরিবারের সদস্য হিসেবে ধরে নিতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে আইনজীবী কপিল সিবালের যুক্তি, সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালদের উচিত রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা করা। যখন সংবিধান স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, একজন রাজ্যপালের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, তখন তিনি কেন বিলগুলি আটকে রাখবেন? আইন প্রণয়ন একটি সার্বভৌম সিদ্ধান্ত। তার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা চলতে পারে না।

কেন্দ্রের যুক্তি ছিল ২০০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যপালদের বিল আটকে রাখার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। তার পাল্টা কপিল সিবাল বলেন, রাজ্যপালের বিলম্ব সাংবিধানিক পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। রাজ্যপালকে এই ধরনের অযৌক্তিক ক্ষমতা দিলে ভারতের ভবিষ্যৎ ঝুঁকির মুখে পড়বে। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতির কাছে বিল আটকে থাকার নির্ধারিত সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় মে মাসের একটি মামলার শুনানি করছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। গত ৮ এপ্রিল তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দিয়েছিল। ২০২০ সাল থেকে ১০টি রাজ্য বিলের সম্মতিতে বিলম্বিত হওয়ার ফল ভুগছে। রায়ে বলা হয়েছিল, যদি বিলগুলি তিন মাসের বেশি আটকে রাখা হয়, তবে সেগুলি সম্মতি পেয়ে যাবে এবং আইনে পরিণত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। বিচারপতি নাথ এই মর্মে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নির্ধারিত তিনমাসের সময়সীমা সংক্রান্ত রায় যদি রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালরা অনুসরণ না করেন তবে কী হবে? তবে কি সংবিধান সংশোধন করতে হবে? বিচারপতি নরসিংহ বলেন, প্রতিটি মামলার বিশেষ তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে পৃথক মামলায় সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রধান বিচারপতি গাভাই বলেন, বিভিন্ন বিল কার্যকর করার সময় বিভিন্ন জরুরি অবস্থা বিবেচনা করে সময় নির্ধারণ করা উচিত। তা বলে অনন্তকাল আটকে রাখা যেতে পারে না।

অনটনকে হার মানিয়ে ডাক্তার হতে চলেছেন নির্মাণ শ্রমিক

প্রতিবেদন: বদলে গেল জীবনের গতিপথ। শ্রমিকের জীবনকে বিদায় জানিয়ে এবার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে। নিট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন নির্মাণ শ্রমিক শুভম। ধৈর্য্য, অধ্যবসায়কে সঙ্গী করেই নিট উত্তীর্ণ হয়ে সবাইকে চমকে দিলেন ওড়িশার নির্মাণ শ্রমিক। ওড়িশার খুর্দার মুদুলিডিয়া গ্রামের বাসিন্দা শুভম অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সংসার সংগ্রামে মাত্র

১৯ বছরেই তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল শ্রমিক তকমা। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য শুভম নিট পরীক্ষা দেওয়ার পর ফল প্রকাশের অপেক্ষা না করে কাজের খোঁজে বেঙ্গালুরু চলে যান। সেখানে তিনি নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে দৈনিক মজুর কাজ শুরু করেন।

জাতীয় যোগ্যতা ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সকলের কাছে এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ওড়িশার পরিযায়ী শ্রমিক শুভম।

নিট পরীক্ষায় তফসিলি উপজাতি বিভাগে ১৮,২১৩ তম স্থান অর্জন করেছেন এবং ওড়িশার এমকেসিজি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পেয়েছেন। পরীক্ষা দেওয়ার পর ফলাফল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় ছিল না, সঙ্গী ছিল নিত্যদিনের অনটন। কিন্তু এক ফোনেই যেন জীবন বদলে গেল শুভমের। জুলাই মাসের এক সকালে তিনি যখন নির্মাণস্থলে কাজ করছিলেন, তখন তাঁর শিক্ষক বাসুদেব মহারানা ফোন করে বলেন, ‘‘মিষ্টি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও, তুমি নেটে উত্তীর্ণ হয়েছ।’’ খুশির এই খবর পাওয়ার পর আনন্দে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি শুভম। এতদিনের পরিশ্রম সফল হল তাঁর।

ক্রস ভোটিং রুখতে এবার মক পোল!

প্রতিবেদন: উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগের দিন শাসক ও বিরোধী শিবির, দু’পক্ষই আয়োজন করেছে মক পোলের। ৯ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তার আগে ৮ সেপ্টেম্বর এই আয়োজন। এবারের নির্বাচনে যাতে কোনওভাবেই ক্রস ভোটিং না করেন সাংসদরা, তার জন্য আগাম সতর্কতা হিসেবেই এই উদ্যোগ। কারণ এই নির্বাচন খানিকটা জটিল প্রক্রিয়া। সেক্ষেত্রে ভোটিংয়ের সময় সামান্য ভুলভ্রান্তি এড়াতেই এই ব্যবস্থা। এরই মাধ্যমে সাংসদদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে ভোটদানের পদ্ধতি। ভোটের অঙ্ক।

ভুল তথ্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে সুকান্তকে, দাবি তৃণমূল সাংসদদের

প্রতিবেদন: ভুল পোস্টের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে বিজেপি সুকান্ত মজুমদারকে। বুধবার এই দাবি তুললেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখেল। বিভ্রান্তিকর পোস্টের জন্য এদিন সুকান্তকে তীব্রভাষায় আক্রমণ করেন সাকেত। বিজেপির এই নেতাকে একহাত নিয়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ এবং মুখ্যসচেতক নাদিমুল হকও। ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত আসা শরণার্থীরা ভারতের নাগরিকত্ব পাবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি তুলে ধরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তৃণমূল কংগ্রেস সুকান্তর এই পোস্টের ভুয়ো তথ্য হাতেনাতে ধরে ফেলে। বেআব্রু করে দেয় বিজেপির অভিসন্ধিকে। যদিও নিজের ভুল পোস্ট পরে ডিলিট করে দেন সুকান্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সাকেত গোখেলের কটাক্ষ, ভুয়ো পোস্ট চুপচাপ মুছে দিয়েছেন সুকান্ত। কিন্তু এর জন্য ক্ষমা চাননি তিনি। সাকেত স্পষ্ট করে দেন, এই আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্বের জন্য সময়সীমার তারিখ ধরে এভাবে আবেদন করা যায় না। এর জন্য পুনরায় আইন সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে। সুকান্ত মজুমদার ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সাকেতের প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যাচাই না করে কেন এই পোস্ট করলেন? এক্ষেত্রে কি ফ্যাক্ট চেক হবে না? এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তি জারির পরে নিজের পোস্টে সুকান্ত লেখেন, ‘দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সিএএ-র জন্য কাট অফ তারিখ এগিয়ে এনে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ করেছে।’ এরপরেই তৃণমূল সাংসদ সমালোচনায় সোচ্চার হন। তৃণমূলের রাজ্যসভার আরও দুই সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এবং নাদিমুল হক একই সুরে সুকান্তকে একহাত নিয়ে বলেন, ইচ্ছে করেই মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বিজেপি।

দেশ বিদেশ

আবার রক্তাক্ত হল পাকিস্তানের বালুচিস্তান। সেনা শিবিরে হামলার পর দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় এক রাজনৈতিক সভায় আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি, আহতদের বেশিরভাগেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক। জোড়া হামলার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ৩০

ইজরায়েলকে পাত্তা না দিয়ে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা বেলজিয়ামের বিদেশমন্ত্রীর

প্রতিবেদন: থামছে না ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ড কার্যত ধ্বংসস্তূপ। অবর্ণনীয় দুর্দশায় রয়েছেন অসামরিক নাগরিকরা। বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরতির আবেদন উঠলেও তাতে কর্ণপাত করছে না নেতানিয়াহু সরকার। এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার ঘোষণা করেছে ইউরোপের অন্যতম দেশ বেলজিয়াম। এর আগে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও কানাডা এই একই ঘোষণা করেছিল। তাতে ক্ষোভ জানিয়েছিল ইজরায়েল। এবার বেলজিয়ামও ইহুদি সরকারকে পাত্তা না দিয়ে জানিয়ে দিল, এই মাসের শেষেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বেলজিয়াম এই বিষয়ে নিজেদের সমর্থনের কথা জানাবে। বেলজিয়ামের বিদেশমন্ত্রী ম্যাক্সিম প্রেভট এই ঘোষণা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেভট লেখেন,

রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে বেলজিয়াম প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দেবে। এর পাশাপাশি লাগাতার গাজায় মানবতাবিরোধী আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইজরায়েলি সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। বিদেশমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, তেল আভিভের বিরুদ্ধে ১২টি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে। এরমধ্যে রয়েছে ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের অবৈধ ইজরায়েলি বসতি থেকে পণ্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা এবং ইজরায়েলি সংস্থাগুলির সঙ্গে সরকারি স্তরে বাণিজ্যিক লেনদেনের পুনরায় মূল্যায়ন। এর পাশাপাশি প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও দু'টি শর্তের উল্লেখ করেছেন প্রিভট। জানিয়েছেন, গাজা থেকে শেষ পণবন্দিকেও নিরাপদে মুক্তি দিতে হবে। প্যালেস্টাইন নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে হামাসের ভূমিকা থাকা চলবে না।

'মায়ের টাকা-গয়না হাতাতে ভুয়ো মামলা'

আদালতে বয়ান দিলেন ইন্দ্রাণীর মেয়ে বিধি

প্রতিবেদন: মিথ্যা অভিযোগ ও সম্পত্তি চুরি করতেই ভুয়ো মামলা সাজানো হয়েছে। দেশজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া শিনা বোরা হত্যা মামলায় এবার এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন অন্যতম সাক্ষী তথা প্রধান অভিযুক্ত ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে বিধি মুখোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে শিনা হত্যা মামলার শুনানিতে প্রাক্তন মিডিয়া-কর্ত্রী ইন্দ্রাণী এবং তাঁর প্রাক্তন স্বামী সঞ্জীব খান্নার কন্যা বিধি অভিযোগ করেন, তাঁর মায়ের জমানো সম্পত্তি কিছুই অবশিষ্ট নেই। কারণ, সৎদাদারা (ইন্দ্রাণীর প্রাক্তন স্বামী পিটার মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র রাহুল ও রবীন) জমানো অর্থ এবং গয়না আত্মসাৎ করেছেন। ইন্দ্রাণী কপর্দকশূন্য হয়ে যান। বিচারক জেপি দারেকরের এজলাসে বিধি বলেন, আমার মায়ের সর্বস্ব চুরি করেছিলেন পিটার মুখোপাধ্যায়ের দুই ছেলে রাহুল ও রবীন। বিধি জানান, তাঁর মা ইন্দ্রাণীকে মিথ্যো মামলায় জড়ানোর

শিনা বোরা হত্যা মামলা

উদ্দেশ্য ছিল রাহুল ও রবীনের। দু'জনের কারও আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। রাহুল মুখোপাধ্যায় বেকার ছিলেন। রবীন মুখোপাধ্যায়েরও আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলে অভিযোগ বিধির। তাঁর কথায়, মায়ের টাকা-গয়না চুরি করতে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন রাহুল ও রবীন। সেই কারণে ইন্দ্রাণী কোনওভাবে জেল থেকে ছাড়া না পান সেই চেষ্টা করেছেন তাঁরা। ২০১২ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ হন ইন্দ্রাণীর প্রথম পক্ষের মেয়ে ২৫ বছরের শিনা। তিনি চাকরি করতেন মুম্বইয়ে। সিবিআইয়ের দাবি, মা ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, তাঁর প্রাক্তন স্বামী সঞ্জীব খান্না এবং চালক শ্যামবর রাই মিলে গলা টিপে খুন করেছেন শিনাকে। এরপর পেন গ্রামে নিয়ে গিয়ে সেই দেহ পোড়ানো হয়। পেন থানার পুলিশ দেহাবশেষ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ফরেন্সিক পরীক্ষা হয়। যদিও সেগুলি কার, দীর্ঘদিন তার খোঁজ মেলেনি।

এদিকে সাক্ষ্য দিতে এসে আদালতে বিধি জানান, তাঁকে মুম্বই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পরে সিবিআই আধিকারিকরাও তাঁকে প্রশ্ন করেন। বিধির অভিযোগ, সিবিআইয়ের অফিসে ইমেলের একটি কপি এবং সাদা কাগজ-সহ বেশ কয়েকটি নথিতে স্বাক্ষর করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি বলেন, আমার বাবা-মা সঞ্জীব খান্না এবং ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়কে এই মামলায় মিথ্যা ভাবে জড়ানোর জন্য আমার বিবৃতি জাল এবং বিকৃত করা হয়েছে। তাঁর মতে, এর নেপথ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে।

তৃণমূলের প্রবল ঝাঁকুনিতে থরহরি কম্প বিজেপি : ব্রাত্য

(প্রথম পাতার পর)

সমালোচনা করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, এ-জিনিস আমরা একটা সময় অসমে দেখেছি। ওরা বাঙালি খেদিয়েছে। গুজরাতে হয়েছে। নর্মদা বাঁধের (আন্দোলন) ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে জাতিসত্তার একটা বিষয় ছিল। কিন্তু এখন বিজেপি যা করছে তা অকল্পনীয়। বাংলায় আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে সরকার চলছে তার উন্নয়নের কাজের সঙ্গে পেরে ওঠেনি বিজেপি। রাজনৈতিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে পেরে ওঠেনি। তাই বারবার নানাভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। প্রত্যেকবার ভোটের আগে আক্রমণ বাড়ে। কিন্তু লাভ হয়নি। হবেও না। ২০২৬-এর আগে ১৪ তলা থেকে নেমে হাওয়াই চটি পরে যখন গোটা বাংলা চষে বেড়াবে, তখন সেই ঝড়ে উড়ে যাবে বিজেপি। শিক্ষামন্ত্রী এদিন তাঁর বক্তৃতায় এসআইআর নিয়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ও আন্দোলনের কথাও বলেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে গত তিন বছরে বিপুল কর্মীহ্রাস

মোদি জমানায় কর্মসংস্থানের মলিন ছবি

প্রতিবেদন: মোদি জমানায় কর্মসংস্থানের বেহাল ছবি ধরা পড়ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং পরিষেবা ক্ষেত্রেও। স্থায়ী নিয়োগ হচ্ছে না, কাজের চাপ বাড়লেও কমছে কর্মীসংখ্যা। গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে গিয়ে নাকাল হতে হচ্ছে। অন্যদিকে ঋণখেলাপিরা বিপুল টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পালাচ্ছেন!

গত তিন বছরে ভারতের বেশিরভাগ পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক তাদের শাখা সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখলেও ব্যাঙ্কে কর্মচারীর সংখ্যা বিপুলভাবে কমে গেছে। বিজেপি সরকারের আমলে কর্মহীনতার ছবি ধরা পড়ছে সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রেও। এই প্রবণতা ব্যাঙ্ক ইউনিয়নগুলির মধ্যেও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। কারণ এটি গ্রাহক পরিষেবা এবং কর্মীদের সুস্থতাকে একইসাথে প্রভাবিত করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তথ্য অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কানাড়া ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এবং ইউকো ব্যাঙ্ক-এর মতো পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা কমেছে। অন্যদিকে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে কর্মী সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পেলেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারীর সংখ্যা ২০২৩ অর্থবর্ষে ৫২,৩৭৪ থেকে কমে ২০২৪ অর্থবর্ষে ৫০,৯৪৪ হয়েছে, এবং ২০২৫ অর্থবর্ষে তা আরও কমে ৫০,৫৬৪-তে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে, কানাড়া ব্যাঙ্কে কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে, যা ২০২৩ অর্থবর্ষে ৮৪,৯৭৮ থেকে কমে ২০২৪ অর্থবর্ষে ৮২,৬৩৮ এবং ২০২৫ অর্থবর্ষে ৮১,২৬০ হয়েছে। ব্যাঙ্ক অফ বরোদা তাদের কর্মী সংখ্যা কমিয়ে চলেছে। এখানে ২০২৩ অর্থবর্ষে ৭৬,৫১৩ থেকে ২০২৪ অর্থবর্ষে ৭৪,২২৭ এবং ২০২৫ অর্থবর্ষে আরও কমে ৭৩,৭৪২ হয়েছে। ইউকো ব্যাঙ্কের কর্মী সংখ্যা ২০২৩ অর্থবর্ষে ২১,৬৯৮ থেকে কমে ২০২৪ অর্থবর্ষে ২১,৪৫৬ এবং ২০২৫ অর্থবর্ষে ২১,০৪৯-এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে, ভারতের বৃহত্তম পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক এসবিআইতে ২০২৩ অর্থবর্ষে ২,৩৫,৮৫৮ থেকে কমে ২০২৪ অর্থবর্ষে ২,৩২,৫৯৬ হওয়ার পর সামান্য পুনরুদ্ধার হয়েছে। যদিও তা যথেষ্ট নয়। কর্মীসংখ্যা কমলেও এই সমস্ত পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্কগুলির শাখা নেটওয়ার্ক ২০২৫ অর্থবর্ষে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। গত কয়েক বছরে কর্মী সংখ্যা হ্রাসের বিষয়ে বেশ কয়েকটি ব্যাংক ইউনিয়ন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চলতি বছরের শুরুর দিকে ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা কিছু শহরে প্রতিবাদও করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, কর্মীস্বল্পতা গ্রাহক পরিষেবা এবং কর্মীদের সুস্থতাকে প্রভাবিত করছে। একজন সিনিয়র ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা বলেছেন, এমন অনেক শাখা আছে যেখানে মাত্র দু'জন কর্মী কাজ করছেন। চরম ক্ষেত্রে, আমরা দেখেছি এক বা দুটি শাখা মাত্র তিনজন কর্মী নিয়ে চলছে। এই বিষয়টি সমাধান করা দরকার। ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মীদের উপর কাজের বোঝা বাড়ছে, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং গ্রাহক পরিষেবার মান নষ্ট করছে। কর্মী ইউনিয়নগুলির বক্তব্য, বর্তমান পরিস্থিতি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে কর্মী ব্যবস্থাপনা, গ্রাহক পরিষেবা এবং কর্মীদের সুস্থতা নিয়ে একটি বৃহত্তর বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, যেখানে আর্থিক লক্ষ্য পূরণের পাশাপাশি মানবিক দিকগুলির উপরও মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

পুজোর ছুটি প্রকৃতির কোলে কাটাতে পাড়ি দিতেই পারেন জগদলপুরে। হাওড়া থেকে রয়েছে সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস। প্রায় ২৪ ঘণ্টার ট্রেন জার্নি। পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ঘুরে আসুন তিরথগড় জলপ্রপাত

পুজোর ভ্রমণ ১

হাতছানি দেয় জর্জিয়া

পর্বতসঙ্কুল দেশ জর্জিয়া। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। দেখা যায় প্রাচীন এবং আধুনিকের মেলবন্ধন। এর বিশালত্ব মুগ্ধ করে। ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ডের নিরিখে ভ্রমণ বেশ সস্তার। সপরিবার ঘুরে আসুন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

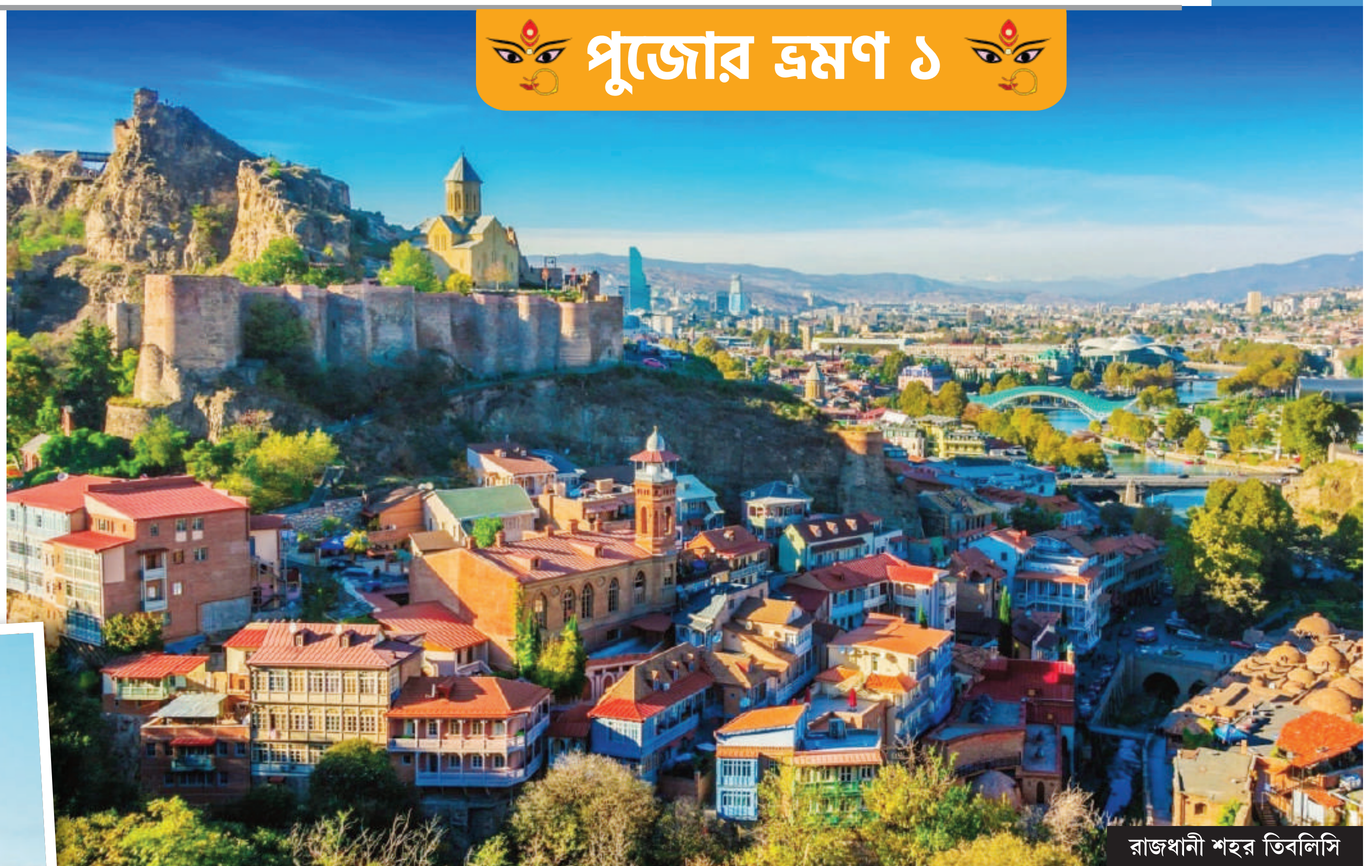
রাজধানী শহর তিবলিসি

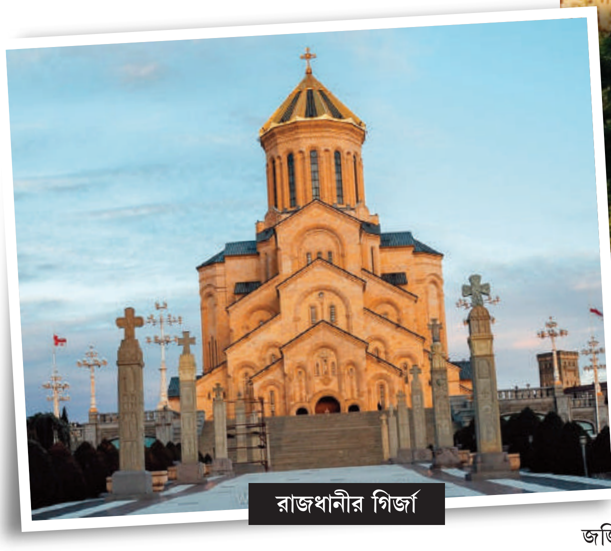
রাজধানীর গির্জা

পুজোর সময় বিদেশ ভ্রমণ করতে চান? ঘুরে আসুন জর্জিয়া। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। রাজধানী শহর তিবলিসিতে রয়েছে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাপ। এখানকার স্থানীয় খাবার বৈচিত্রপূর্ণ। তিবলিসি ছাড়াও ঘুরে আসা যায় উপকূলবর্তী শহর বাটুমি থেকে। ট্রেক করতে চাইলে রয়েছে ককেশাস। সাম্প্রতিক কালে কয়েক বছরে ভ্রমণপ্রেমীদের পছন্দের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে পর্বতসঙ্কুল দেশটি। প্রাচীন এবং আধুনিকের মেলবন্ধন দেখা যায়। দেশটি ছোট্ট। তবে এর বিশালত্ব মুগ্ধ করে। ককেশাসের স্বর্গীয় দৃশ্যও উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকেরা। এছাড়াও রয়েছে সমুদ্র সৈকতের অতুলনীয় দৃশ্য।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বেড়াতে গেলে মন ভাল হয়ে যাবে। এখানকার শীতের মরশুম দীর্ঘ এবং প্রবল। নভেম্বর থেকে মার্চ এড়িয়ে চলাই ভাল। এই সময় বেশিরভাগ ভ্রমণের পরিকাঠামোই বন্ধ থাকে এবং উচ্চ ককেশাস অঞ্চল দুর্গম হয়ে ওঠে। শীতের মরশুমে মোটামুটি ভাবে ফাঁকাই থাকে। কারণ পর্যটকেরা সেভাবে আনাগোনা করেন না। হোটেলের দরও থাকে বেশ কম।

জর্জিয়া ঘোরার জন্য পর্যটকেদের অনেকটাই দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। কম করে একটা সপ্তাহ সময় নিয়ে যেতে হবে। হাতে সময় রাখতেই হবে তিবলিসি শহরকে জানার জন্য। এছাড়া দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে এবং পাহাড়ি এলাকায় ঘোরার জন্যও কয়েকটা দিন হাতে রাখা উচিত।

একবার জর্জিয়া পৌঁছে গেলে আর কোনও অসুবিধা নেই। বেসরকারি মিনিবাসে চেপে ঘোরা যাবে। যদিও তা বিশেষ রুটে চলাচল করে। একটি গাড়ি ভাড়া করেও সেই গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়ানো যেতে পারে। যদিও এই উপায়টির জন্য খরচ একটু বেশিই পড়ে। তবে স্বাধীনতা থাকে। বেশিরভাগ পর্যটক একটাই মাত্র ট্রেন পরিষেবার উপর নির্ভর করে থাকেন। তিবলিসি থেকে বাতুমি পৌঁছনোর তুলনামূলক দ্রুত উপায় এটাই। তবে পাহাড়ি অঞ্চলে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে ইন্টারনাল ফ্লাইটের উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এতে সময় অনেকটাই বাঁচবে।

তিবলিসি ভ্রমণের জন্য আদর্শ হল টু-লাইন মেট্রো সিস্টেম। এর পাশাপাশি ট্যাক্সি পরিষেবা অত্যন্ত সাশ্রয়ী। মেট্রোয় চেপে যেখানে যাতায়াত করা যায় না, সেখানে ট্যাক্সিই ভরসা। তিবলিসিতে রয়েছে প্রচুর গির্জা। আসলে এটি একটি পুরনো শহর। কেবল-কারের মাধ্যমে সোলোলাকি রিজ থেকে শহরের ব্যাপক ভিউ পাওয়া যায়। দেশের রাজধানী থেকে কেউ ডে-ট্রিপে যেতে চাইলে বেরিয়ে পড়তে পারেন শহরতলির উদ্দেশ্যে। এটাই হতে পারে জীবনের সবথেকে স্মরণীয় রোড ট্রিপ। একবার সেখানে পৌঁছলে বরফাবৃত শৃঙ্গ মাউন্ট কাজবেকের সঙ্গে পাহাড়ি গির্জার দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ডের নিরিখে দেখতে গেলে জর্জিয়া ভ্রমণ বেশ সস্তার হতে পারে। তবে এশিয়ার বেশির ভাগ দেশে ভ্রমণের তুলনায় কিন্তু জর্জিয়া ভ্রমণ বেশ খরচবহুল। যেহেতু পর্যটন ইন্ডাস্ট্রি উন্নত হচ্ছে, আর স্ট্যান্ডার্ডেরও ক্রমাগত বিকাশ হচ্ছে, তাই এখানে খরচও বেশ বাড়ছে।

১০০টিরও বেশি দেশের মানুষ জর্জিয়ায় ভিসা-ফ্রি ভ্রমণ করতে পারবেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইজরায়েল, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং স্যুইৎজারল্যান্ড এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যেসব দেশের নাগরিকদের ভিসার প্রয়োজন, তাঁদের এর জন্য খরচ পড়বে ২০ মার্কিন ডলার। ভারতীয়রা এই তালিকাতেই পড়ে। তবে জর্জিয়ার 'ভিসা অন অ্যারাইভাল' পেতে হলে ভ্যালিড শেনজেন, ইউএস অথবা ইউকে ভিসা থাকা প্রয়োজন। জর্জিয়ার ই-ভিসা পোর্টালের মাধ্যমে ভিসার আবেদন জানানো যায়। সব ডকুমেন্ট ঠিকঠাক থাকলে ৫ দিনের মধ্যেই চলে আসবে ই-ভিসা। হাতছানি দেয় জর্জিয়া? সপরিবার ঘুরে আসুন। মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম হবে।

ককেশাস পর্বতমালা

কীভাবে যাবেন?

অবস্থানের কারণে জর্জিয়া পৌঁছনোর জন্য বিমানই একমাত্র ভরসা। তিবলিসির আধুনিক বিমানবন্দর দিয়ে ইউরোপের প্রধান শহরগুলিতে প্রতিদিন প্রচুর বিমান যাতায়াত করে। এছাড়াও পশ্চিম এশিয়া এবং এশিয়ার দেশগুলিতেও প্রতিদিন বিমান চলাচল করে।

কোথায় থাকবেন?

জর্জিয়ার বিভিন্ন শহরে আছে বেশকিছু হোটেল এবং হোমস্টে। ফলে থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। তার জন্য সাহায্য নেওয়া যেতে পারে কোনও ট্রাভেলিং এজেন্সির। এখানকার গড় হোটেল খরচ ৪০ ইউরো বা ৪৬ মার্কিন ডলার থেকে ৬০ ইউরো বা ৬৭ মার্কিন ডলার পর্যন্ত। এখানে রয়েছে শর্ট-টার্ম অ্যাপার্টমেন্টও। যদিও এই দেশে খাবার খরচ বেশ সস্তাই। দেশের বেশিরভাগ অংশে মাত্র ১০ ইউরো বা ১১.৫০ মার্কিন ডলার খরচ করলেই মিলবে দারুণ নৈশাহার।

বিশ্বকাপে ধোনির মতো 'ক্যাপ্টেন কুল' হতে চান পাকিস্তানের মহিলা দলের অধিনায়ক ফতিমা সানা

কোরিয়ার সঙ্গে ড্র, চাপে ভারত

এশিয়া কাপ হকি

কোরিয়ার গোলমুখে ভারতের আক্রমণ। বুধবার এশিয়া কাপ হকিতে।

রাজগির, ৩ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ হকির সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ কোরিয়ার ২-২ ড্র করে চাপে ভারত। বুধবার মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ। যা পরিস্থিতি, তাতে ফাইনালে ওঠার আশা জিইয়ে রাখার জন্য জিততেই হবে হরমনপ্রীতদের।

এদিন ম্যাচ শুরুর ঠিক আগে শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি। ফলে নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর শুরু হয়েছিল ম্যাচ। ৮ মিনিটেই হার্দিক সিংয়ের অসাধারণ ফিল্ড গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে তীব্র গতিতে কোরিয়ার বক্সে ঢুকে পড়ে, জোরালো হিটে গোল করেন হার্দিক। তবে ১-১ করে দিতে খুব একটা সময় নেয়নি কোরিয়া। ১২ মিনিটে পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করেন জিহুন ইয়াং।

দু'মিনিট পরেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে কোরিয়াকে এগিয়ে দেন হিউন হং কিম। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলেও, কোরিয়ান রক্ষণ ভাঙতে পারেননি হরমনপ্রীতরা। ফলে বিরতির সময় ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই মাঠ ছেড়েছিল ভারত।

তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরু থেকেই গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে ঝাঁপান ভারতীয়রা। কিন্তু প্রতিটি আক্রমণই প্রতিপক্ষ রক্ষণে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছিল। সুযোগ পেলেই পাল্টা আক্রমণে উঠছিল কোরিয়াও। ৪১ মিনিটে অবিশ্বাস্যভাবে সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেন সুখজিৎ সিং। বক্সের মধ্যে বিপক্ষ গোলকিপারকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। এর পর দু'টি সহজ সুযোগ নষ্ট করেন অভিষেকও। পেনাল্টি কর্নার নষ্ট করেন হরমনপ্রীতও। চতুর্থ কোয়ার্টারের শুরুতে ফের সুযোগ নষ্ট করেন অভিষেক। অবশেষে ৫২ মিনিটে মনদীপ সিংয়ের গোলে ২-২। বাকি সময় অনেক চেষ্টা করেও জয়সূচক গোলের দেখা পায়নি ভারত।

সুপার ফোরের অন্য একটি ম্যাচে মালয়েশিয়া ২-০ গোলে হারিয়েছে চিনকে। অন্যদিকে, চিনা তাইপেইকে ২-০ গোলে হারিয়ে পঞ্চম স্থানে এশিয়া কাপ হকি অভিযান শেষ করল জাপান। এদিকে, নভেম্বরে ভারতের মাটিতে আয়োজিত হতে চলা জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে খেলবে না পাকিস্তান। বুধবারই এই খবর জানিয়েছে পাক হকি ফেডারেশন।

আর্জেন্টিনায় কাল মেসির শেষ ম্যাচ

মাঠে নামছে ব্রাজিলও

বুয়েনোস আইরেস, ৩ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার ভারতীয় সময় ভোরে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। লাতিন আমেরিকা ফুটবলের দুই দৈত্য ইতিমধ্যেই আগামী বছরের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করে ফেলেছে। শেষ দুটো ম্যাচ নেহাতই নিয়মরক্ষার। যদিও বুয়েনোস আইরেসের আর্জেন্টিনা বনাম ভেনেজুয়েলা ম্যাচ ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা রীতিমতো তুঙ্গে। কারণ দেশের মাটিতে এটাই সম্ভবত লিওনেল মেসির শেষ ম্যাচ!

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে, ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেই ফুটবল বুট তুলে রাখবেন মেসি। আর আগামী বছরের বিশ্বকাপের আগে ভেনেজুয়েলা ম্যাচটাই দেশের মাটিতে আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। মেসি নিজেও তেমনই ইঙ্গিত দিয়ে জানিয়েছেন, এই ম্যাচটা আমার কাছে স্পেশাল। কারণ এটা দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের শেষ। ৩৮ বছর বয়সি আর্জেন্টাইন মহাতারকা যেটা অনুচ্চারিত রেখেছেন, সেটা হল, দেশের মাঠে এটা আমারও শেষ ম্যাচ। মেসি আগাম জানিয়ে রেখেছেন, শুক্রবারের ম্যাচে মাঠে তাঁর গোটা পরিবার উপস্থিত থাকবে। এর থেকে বড় ইঙ্গিত আর কী হতে পারে!

এদিকে, শুক্রবারই রিও ডি জেনেইরোতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বে চিলির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। সেলেকাওদের পরের ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর, বলিভিয়ার বিরুদ্ধে লা পাজে। পাঁচবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা মূলপর্বের টিকিট পেলেও, খুব একটা ভাল ফুটবল উপহার দিতে পারেনি। নেইমারকে দলে না ফিরিয়ে বিতর্কেও জড়িয়েছেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। সব মিলিয়ে বেশ কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছে ব্রাজিল। ঘরের মাঠে চিলিকে হারাতে না পারলে সেলেকাওদের বিড়ম্বনা আরও বাড়বে।

এবার জকো বনাম আলকারেজ

ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ভামরিরা

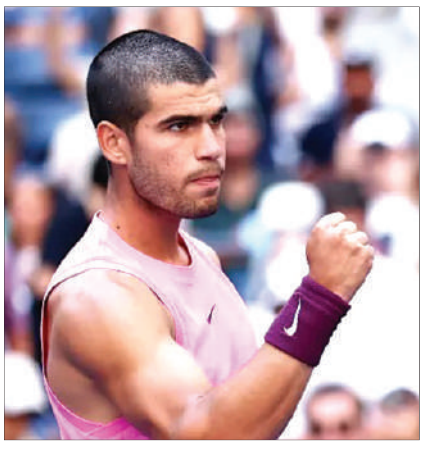

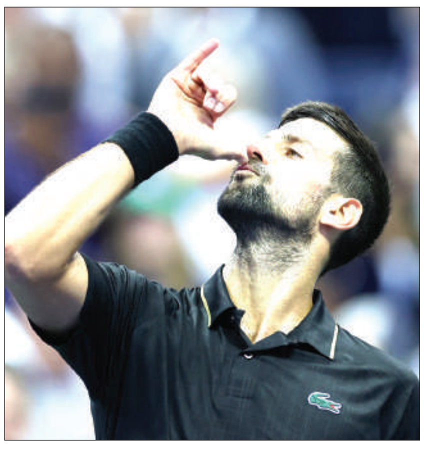

নিউ ইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর : ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের লক্ষ্যে আরও একটা ধাপ এগোলেন নোভাক জকোভিচ। মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী টেলর ফ্রিৎজকে হারিয়ে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে উঠেছেন ৩৮ বছর বয়সি সার্ব তারকা। চার সেটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচ জকোভিচ জিতেছেন ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৬-৪ ব্যবধানে। এদিনই ছিল জকোভিচের মেয়ের জন্মদিন। জন্মদিনের উপহার জকো মেয়েকে দিলেন জেতার পর কোর্টেই নেচে।

তবে শেষ চারে জকোভিচের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ। এবার তাঁকে খেলতে হবে দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারেজের বিরুদ্ধে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে চেক প্রজাতন্ত্রের জিরি লেহচকাকে ৬-৪, ৬-২, ৬-৪ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে শেষ চারে উঠেছেন আলকারেজ। দু'জনের মুখোমুখি সাক্ষাতে জকোভিচ ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে। আলকারেজের বিরুদ্ধে শেষ দুটো ম্যাচই জিতেছেন তিনি। প্যারিস অলিম্পিকের ফাইনালে এবং জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। কিন্তু চলতি ইউএস ওপেনে অসাধারণ ফর্মে রয়েছেন আলকারেজ। এখনও পর্যন্ত একটিও সেট না খুইয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন স্প্যানিশ তারকা। ফলে এবার লড়াইটা হবে সমানে-সমানে।

ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে জয়ের পর জকোভিচ বলেছেন, খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। যে কেউ জিততে পারত। আমি ভাগ্যবান যে, দ্বিতীয় সেটে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক পয়েন্ট বাঁচাতে পেরেছি। শেষ সেটেও দারুণ লড়াই হয়েছে। ফ্রিৎজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে ডাবল ফল্ট করে বসল।

মেয়ে তারা পরিবারের সঙ্গে আমেরিকাতে জন্মদিন কাটাচ্ছে। এমন দিনে মেয়ের পাশে থাকতে না পেরে মন খারাপ জকোভিচেরও। এদিন জেতার পর কোর্টেই কোরিয়ান ব্যান্ড ডেমন হান্টার্সের 'সোডা পপ' গানের তালে নাচতে দেখা গিয়েছে সার্ব তারকাকে। এই প্রসঙ্গে জকোভিচ বলেন, মেয়ের জন্মদিনে একটা ছোট্ট উপহার এই নাচ। ওই আমাকে শিখিয়েছে কীভাবে নাচতে হয়। কয়েক মাস আগে ওর কাছ থেকেই এই গানের কথা জেনেছি। ওর সঙ্গে বাড়িতে এই গানের সঙ্গে নাচ প্র্যাকটিসও করেছি।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন যুকি ভামরি। এই প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের শেষ আটে উঠলেন ভারতীয় তারকা। অস্ট্রেলীয় পার্টনার মাইকেল ভেনাসকে সঙ্গে নিয়ে ভামরি প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৬-৪, ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন জার্মান জুটি টিম পুটজ ও কেভিন ক্রাউইটজকে। অন্যদিকে, ওয়াকওভার পেয়ে মেয়েদের সিঙ্গলসের শেষ চারে উঠেছেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন এরিনা সাবালেঙ্কা।

কুলদীপ পার্থক্য গড়ে দিতে পারে : মদনলাল

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : আসন্ন এশিয়া কাপে সূর্যকুমরা যাদবদেরই ফেভারিট হিসাবে চিহ্নিত করছেন মদনলাল। ১৯৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য বলছেন, এশিয়া কাপে ভারতই ফেভারিট। টি-২০ ক্রিকেট মানেই অনিশ্চয়তা। কিন্তু ভারতীয় দলে ম্যাচ উইনারের সংখ্যা বেশি। তাই আমি ওদের উপরেই বাজি ধরব।

মদনলাল আরও বলেন, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানও ভাল দল। বিশেষ করে, আফগানিস্তান এই মুহূর্তে টি-২০ ফরম্যাটে খুব ভাল ফর্মে রয়েছে। পাকিস্তানও খুব ভাল দল। কিন্তু ওদের ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশও প্রতিপক্ষ দলগুলোর দিকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। সব মিলিয়ে দারুণ একটা টুর্নামেন্টের সাক্ষী থাকতে চলেছি।

একই সঙ্গে বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে রাখার জন্য সুপারিশ করেছেন মদনলাল। প্রাক্তন ভারতীয় পেসারের বক্তব্য, কুলদীপকে শুরু থেকেই খেলানো উচিত। ও কিন্তু টি-২০ ক্রিকেটে ম্যাচ উইনার। একাই ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। পিচ এবং পরিবেশ দেখে এই বিষয়ে অবশ্যই টিম ম্যানেজমেন্ট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে আমার মনে হয়, দুবাইয়ে তিনজন পেসারের পাশাপাশি দু'জন বিশেষজ্ঞ স্পিনারকে খেলালে ভাল হবে।

এশিয়া কাপের টিকিট বিক্রি শুরু হল বুধবার। ক্রিকেটপ্রেমীরা তিনটি ভিন্ন প্যাকেজ থেকে টিকিট বেছে নিতে পারবেন

সন্দেশ নেই, আফগান চ্যালেঞ্জে মরিয়া ভারত

হিসোর, ৩ সেপ্টেম্বর : ইরানের কাছে হার থেকে শিক্ষা নিয়ে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে খালিদ জামিলের ভারত জোর ধাক্কা খেয়েছে সন্দেশ ঝিঙ্গান চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায়। ইরানের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে চোয়ালে চোট পেয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, ভাঙা চোয়াল নিয়েই সেদিন বাকি ম্যাচ খেলেছেন তারকা ডিফেন্ডার। বুধবার সকালে ভারতীয় দলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, চোয়াল ভাঙায় কাফা নেশনস কাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন সন্দেশ। এদিন রাতেই তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। ফিফা উইন্ডোয় টুর্নামেন্ট না হওয়ায় চোট পাওয়া ফুটবলারের চিকিৎসার দায়ভার কে নেবে, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়। বিতর্ক শুরুর পর এআইএফএফ জানিয়ে দেয়, সন্দেশের চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছে ফেডারেশন।

বৃহস্পতিবার কাফা নেশনস কাপে গ্রুপ 'বি'-তে নিজেদের শেষ ম্যাচে ভারতের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। আফগানদের বিরুদ্ধে সন্দেশের না থাকাটা ধাক্কা, মানছেন কোচ খালিদ। তিনি বলেন, সন্দেশের মতো সাহসী ফুটবলার আমি কখনও দেখিনি। চোট নিয়েও শেষ ম্যাচ খেলেছে। ওকে আমরা মিস করব। সন্দেশের বিকল্প খুঁজে পাওয়া কঠিন। আশা করি, বাকিরা বাড়তি দায়িত্ব নেবে।

ভারতের (১৩৩) থেকে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৮ ধাপ পিছিয়ে আফগান ব্রিগেড। ১৬১ নম্বরে আফগানিস্তান। দু'দলের মুখোমুখি সাক্ষাতের রেকর্ডও ভারতের পক্ষে। ২২ বারের সাক্ষাতে ১৩বারই জিতেছে ভারত। সাতটি ড্র এবং মাত্র দু'টি ম্যাচ জিতেছে আফগানিস্তান। তবে গত বছর ইগর স্টিমাচের ভারত গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচে হেরেছিল আফগানদের কাছে। সেই ফল মাথায় রেখেই কোচ খালিদ বলছেন, জানি আগের ম্যাচে ওদের বিরুদ্ধে আমরা ভাল ফল করিনি। আফগানিস্তানকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। ওরা ভাল দল। ওদেরও সুযোগ রয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে ওরা মরিয়া লড়াই করবে। আমরা কোনও পরীক্ষার মধ্যে যেতে চাই না। ম্যাচটা জেতার জন্য মাঠে নামব।

সন্দেশের অনুপস্থিতিতে ভরসা গুরপ্রীত।

দু'টি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দুই দল সরাসরি ফাইনালে খেলবে। দু'টি গ্রুপ রানার্স টিম তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে নামবে। 'বি' গ্রুপে পরপর দুই ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থেকে ফাইনাল খেলা নিশ্চিত করেছে ইরান। ৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় ভারত। 'এ' গ্রুপ থেকে শীর্ষে রয়েছে ওমান। আফগানিস্তানকে হারালে গ্রুপ রানার্স হয়ে তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে নামতে পারবে ভারত। ড্র করলেও সুযোগ রয়েছে গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের কাছে। সেক্ষেত্রে ইরানের বিরুদ্ধে তাজিকিস্তানকে হারতে হবে অথবা ম্যাচ ড্র হওয়া চাই। তবে ভারত হারলে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবে।

ইংল্যান্ডের হারে কেশবই নায়ক

লিডস : সিরিজের প্রথম একদিনের ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৭ উইকেটে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। হেডিংলেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দুরন্ত জয়ের নায়ক স্পিনার কেশব মহারাজ এবং ওপেনার আইদেন মার্করাম। হেরে আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে আট নম্বরে নেমে গেল ইংল্যান্ড। কেশবের ঘূর্ণির সামনে দিশেহারা ইংল্যান্ড ব্যাটাররা স্কোরবোর্ডে বড় রান তুলতে ব্যর্থ হন। মাত্র ১৩১ রানে গুটিয়ে যায় ইংল্যান্ডের ইনিংস। একাই ৪ উইকেট নেন কেশব। ম্যাচের সেরাও হন। পেসার উইয়ান মুল্ডারের ঝুলিতে ৩ উইকেট। জবাবে মাত্র ২০.৫ ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের রান তুলে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওপেন করতে নেমে মার্করাম ৫৫ বলে ৮৬ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দ্রুত জয় নিশ্চিত করেন। ইংল্যান্ডের তিনটি উইকেটই নেন স্পিনার আদিল রশিদ।

এবার বিদায় গুন্ডোগানের

ইস্তাম্বুল : দুই পর্বে মোট আট মরশুম কাটানোর পর, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ছাড়লেন ইলখাই গুন্ডোগান। ৩৪ বছর বয়সী জার্মান মিডফিল্ডার ম্যান সিটি ছেড়ে যোগ দিয়েছেন তুরস্কের ক্লাব গালাতাসারেতে। সিটির সঙ্গে গুন্ডোগানের চুক্তি আরও এক বছর বাকি থাকলেও, পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পুরনো ক্লাব ছাড়েন জার্মান তারকা। গালাতাসারের সঙ্গে তাঁর নতুন চুক্তি হয়েছে ২০২৬-২৭ মরশুম পর্যন্ত। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে সিটিতে যোগ দিয়েছিলেন গুন্ডোগান। ২০২৩ সালে বার্সেলোনায় যোগ দিলেও, এক বছর পরেই সিটিতে ফিরেছিলেন। ম্যান সিটির জার্সিতে সব মিলিয়ে মোট ৩৫৮টি ম্যাচ খেলে ৬৫টি গোল করেছেন তিনি।

অনূর্ধ্ব ১৯-এ সায়নদের দাপট

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৯ মাল্টি ডে মিট-এ সায়ন পাল ও রোহিতের দাপটে মুম্বই প্রথম দিন অল আউট হয়ে যায় ২৪৬ রানে। সায়ন ৯ রানে তিনটি ও রোহিত ৪১ রানে তিনটি উইকেট নিয়েছেন। মুম্বইয়ের শেষ সাতটি উইকেট পড়েছে ২৫ রানে। এরপর বাংলা ইনিংস শুরু করে বিনা উইকেটে ৫২ রান তুলেছে। অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায় ৪০ ও আদিত্য রায় ১১ রানে নট আউট রয়েছেন।

লিগে অপেক্ষা বাড়ল ডায়মন্ড হারবারের

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগে সুপার সিক্সে ওঠার লড়াইয়ে অপেক্ষা বাড়ল ডায়মন্ড হারবার এফসি-র। বুধবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ভবানীপুর ক্লাব ও ইউনাইটেড স্পোর্টসের মধ্যে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। ফলে ডায়মন্ড হারবারকে চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ড নিশ্চিত করতে নিজেদের শেষ ম্যাচ ড্র করলেই চলবে। ম্যাচটি নরহরি শ্রেষ্ঠারা খেলবেন শুক্রবার সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে। খেলা নৈহাটিতেই।

ভবানীপুর-ইউনাইটেড স্পোর্টস ম্যাচ ড্র হওয়ায় গ্রুপ 'বি'-তে ডায়মন্ড হারবার তিন থেকে চারে নামল। ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাবের। এদিন লিগ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলে ভবানীপুরেরও ২২ পয়েন্ট। তারা ১২ ম্যাচ খেলেছে। কিন্তু গোল পার্থক্যে (১৪) অনেক এগিয়ে থাকায় ডায়মন্ড হারবারকে টপকে তিনে উঠে এসেছে ভবানীপুর। অঙ্কের হিসেবে নিজেদের শেষ ম্যাচে সাদার্নের সঙ্গে ড্র করলেই ডায়মন্ড হারবার ২৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় হয়ে সুপার সিক্সে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। সেক্ষেত্রে ছিটকে যাবে ভবানীপুর। এদিন ড্র করলেও 'বি' গ্রুপে শীর্ষে থেকে সুপার সিক্স নিশ্চিত ইউনাইটেড স্পোর্টসের। ২৩ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সে পৌঁছেছে ইউনাইটেড কলকাতাও।

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সচিব তথা প্রাক্তন ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য বলেন, আমরা আগেই সুপার সিক্স নিশ্চিত করতে পারতাম। কিন্তু কিছু কারণে আমাদের অপেক্ষা বাড়ল। ড্র করার জন্য কোনও দল মাঠে নামে না। শেষ ম্যাচটা আমরা জিতেই চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে পৌঁছতে চাই। কলকাতা লিগে পরপর তিন বছর আমরা সুপার সিক্সে খেলতে চলেছি। এটা দারুণ ব্যাপার।

অনেক প্রশ্ন নিয়ে বোর্ড নির্বাচন চলতি মাসেই

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর : অনেকগুলি বিষয় সামনে রেখে সেপ্টেম্বরের শেষে বোর্ডের নির্বাচন। অরুণ ধুমল, দেবজিৎ সাইকিয়ার ভবিষ্যৎ কী হবে তার উত্তর পাওয়া যাবে বার্ষিক সভায়। অর্ন্তবর্তী সভাপতি রাজীব শুক্লা পাকাপাকিভাবে এই পদে আসবেন কি না সেটাও ঠিক হবে এই সভায়।

অরুণ ধুমল বর্তমানে আইপিএল চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন। কিন্তু ২০২৫-এর অক্টোবরে তাঁর দু'দফায় ছ'বছর কাটানো হয়ে যাবে। আবার বোর্ডে ফিরতে হলে তাঁকে তিন বছরের কুলিং অফ পিরিয়ড কাটিয়ে আসতে হবে। এই মাসেই যেহেতু বোর্ড নির্বাচন, তাই ধুমল থাকতে পারবেন কি না সেই ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। ২০১৯-এ বোর্ড কোষাধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ধুমল। ২০২২-এ তিনি আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন। বর্তমান নিয়মে অফিস বেয়ারারদের ছ'বছর পর তিন বছরের জন্য কুলিং অফ পিরিয়ডে যেতে হয়। সভাপতি, সহ সভাপতি, সচিব, কোষাধ্যক্ষ এই নিয়মের আওতায় পড়েন। ধুমলকে সরতে হলে আইপিএলের দায়িত্বে আসতে পারেন অনিরুদ্ধ চৌধুরি।

বর্তমান সচিব সাইকিয়া ২০২২-এ যুগ্ম সচিব হয়ে বোর্ডে এসেছিলেন। গত ডিসেম্বরে তিনি অর্ন্তবর্তী সচিব হন। জানুয়ারিতে তাঁকে সচিব পদ দেওয়া হয়। তাঁর আমলে ভারতীয় ক্রিকেটে অনেক ঘটনা ঘটেছে। বিরাট ও রোহিত টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। শুভমন গিলকে নতুন টেস্ট অধিনায়ক করা হয়েছে। এরমধ্যে আবার গেমিং অ্যাপ নিষিদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় ক্রিকেট দলের সঙ্গে প্রধান স্পনসরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। সচিব হিসাবে তিনি কঠিন সময় সামলেছেন। প্রশ্ন নতুন সভাপতি নিয়েও। রজার বিনির ৭০ বছর হয়ে যাওয়ায় তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। রাজীব শুক্লা অর্ন্তবর্তী সভাপতি হন। কিন্তু তাঁকেও আগামী বছর ছ'বছর হয়ে যাওয়ায় কুলিং অফে যেতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, বোর্ড কি ১৫ মাসের জন্য তাঁকে এই পদে রেখে দেবে নাকি নতুন সভাপতি বেছে নেবে।

গোয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান

এসিএলে-র প্রস্তুতি

প্রতিবেদন : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর প্রস্তুতি হিসেবে মানোলো মার্কুয়েজের এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় হবে ম্যাচ।

১৭ সেপ্টেম্বর গোয়ার এএফসি কাপের ম্যাচ রয়েছে আল জাওরার বিরুদ্ধে। তার আগে নিজেদের ভালভাবে প্রস্তুত করতে মোহনবাগানের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে চাইছে তারা। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রস্তুতি ম্যাচটি ক্লোজড ডোরে হওয়ার সম্ভাবনা। গোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচেই নতুন ব্রাজিলীয় রবসন রোবিনহোকে ভালভাবে পরখ করে নেওয়ার সুযোগ বাগান কোচ জোসে মোলিনার কাছে। কতটা ম্যাচ ফিট, সেটাও বুঝে নিতে পারবেন স্প্যানিশ কোচ।

তৈরি হচ্ছেন রবসন।

বাগানে অস্বস্তি শুধু জেমি ম্যাকলারেন ও অনিরুদ্ধ থাপা। চোটের কারণে এখনও দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন না দুই ফুটবলার। এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ বল 'কেলমা প্যারাডাইস' বুধবার চলে এসেছে মোহনবাগান ক্লাবে। বৃহস্পতিবার থেকে নতুন বলে অনুশীলন শুরু করবেন জেসন কামিন্সরা।

মাঠে ময়দানে

4 September, 2025 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৩৯ বছর বয়সে আইসিসির ওয়ান ডে অলরাউন্ডার তালিকায় একে উঠে এলেন জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজা

রশিদদের দাপটে হার পাকিস্তানের

শারজা, ৩ সেপ্টেম্বর : ত্রিদেশীয় সিরিজে পাকিস্তানের কাছে প্রথম ম্যাচে হারের মধুর প্রতিশোধ নিল আফগানিস্তান। এশিয়া কাপের আগে পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা। ব্যাট হাতে সেদিকুল্লাহ অটল, ইব্রাহিম জাদরানের দাপট এবং রশিদ খান, মহম্মদ নবি, নুর আহমেদের ঘূর্ণিতে ধরাশায়ী পাকিস্তান। ১৮ রানে জয় আফগানিস্তানের। দু'দলই তিন ম্যাচ খেলে ৪ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনাল খেলার দৌড়ে এগিয়ে। দু'দলই নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে আমিরশাহির বিরুদ্ধে। শারজায় প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৯ রান করে আফগানিস্তান। সেদিকুল্লাহ (৬৪) ও ইব্রাহিম (৬৫) আফগান ইনিংস টানেন। ১৭০ রান তাড়া করতে নেমে পাক টপ অর্ডার ভরসা দিতে পারেনি। আফগান স্পিনাররা কর্তৃত্ব করেন। অধিনায়ক সলমন আঘা, ফখর জামানরা উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসেন। দশ নম্বরে নামা পাক পেসার হ্যারিস রউফের (১৬ বলে ৩৪) মরিয়া লড়াইয়ে হারের ব্যবধান কমে পাকিস্তানের। তিন আফগান স্পিনার রশিদ, নবি, নুরের ঝুলিতে ২টি করে উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতির মাঝে ফিরে দেখলেন বেঙ্গালুরু-কাণ্ডকে

ইংল্যান্ডে ফিটনেস টেস্ট দিলেন বিরাট

বেঙ্গালুরু, ৩ সেপ্টেম্বর : বাকিরা যখন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ একসেলেন্স-এ এসে ফিটনেস টেস্ট দিলেন বা দেবেন, তখন বিরাট কোহলি এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেন ইংল্যান্ডে থেকেই। অধুনা লন্ডনবাসী বিরাট যে বিদেশে থেকে বোর্ডের ফিটনেস টেস্ট দিতে পারেন সেই সম্ভাবনা অবশ্য আগে থেকেই ছিল।

আইপিএল ফাইনালের পর বিরাটকে আবার ক্রিকেট ম্যাচে দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে। টি ২০ ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর তিনি ও রোহিত এখন শুধু এই ফর্ম্যাটেই খেলেন। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে সব ভারতীয় ক্রিকেটারদের ফিটনেস টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাতে প্রথম দফায় রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, মহম্মদ সিরাজ, জসপ্রীত বুমরা, শ্রেয়স আইয়ার-সহ প্রায় সবাই এই টেস্টে উতরে গিয়েছেন। বাকি যাঁরা আছেন সেই আকাশ দীপ, রবীন্দ্র জাদেজা, কে এল রাহুল, নীতীশ রেড্ডিরা সেপ্টেম্বরেই ফিটনেস টেস্ট দেবেন বলে খবর।

রোহিত-সহ সমস্ত ক্রিকেটার যখন বেঙ্গালুরুতে এসে টেস্ট দিয়েছেন, তখন বিরাট বোর্ডের অনুমতি নিয়েই লন্ডনে এই টেস্ট দেন বলে খবর। সেন্টার অফ একসেলেন্স-এ রোহিতরা এবং লন্ডনে বিরাটের প্রথম দফার ফিটনেস টেস্টে রিকভারি প্যাটার্ন ও বেসিক স্ট্রেংথের পরীক্ষা হয়েছে। অনেকেরই চোট ছিল আর অনেকে আইপিএলের পর ম্যাচ খেলেননি। তাই এশিয়া কাপ ও অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে এই ফিটনেস টেস্টের প্রয়োজন পড়েছে।

খুশির মুহূর্ত বদলে যায় শোক-হতাশায়

বেঙ্গালুরু, ৩ সেপ্টেম্বর : প্রথম আইপিএল ট্রফি জয়ের উৎসব বদলে গিয়েছিল শোকে! গত ৪ জুন, আরসিবির আইপিএল জয়ের উৎসবে শামিল হতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন ১১ জন সমর্থক। বুধবার সেই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি। এদিন বিরাটের মন্তব্য আরসিবি নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছে। সেখানে বিরাট বলেছেন, গত ৪ জুন আমাদের হৃদয় যেভাবে ভেঙে চুরমার হয়েছে, তার জন্য কোনও প্রস্তুতিই যথেষ্ট নয়। আমাদের দলের সবথেকে খুশির মুহূর্ত যেটা হওয়ার কথা ছিল, সেটাই সবথেকে দুঃখের মুহূর্তে বদলে গিয়েছিল। বিরাট আরও বলেছেন, আমরা যাঁদের হারিয়েছি, তাঁদের কথা সব সময় মনে পড়ে। তাঁদের জন্য প্রার্থনা করি। পাশাপাশি যাঁরা আহত হয়েছিলেন, তাঁদের কথাও ভাবি। আপনাদের ক্ষতি এখন আমাদের কাহিনিরই একটা অংশ। যত্ন, সমীহ এবং দায়িত্ব নিয়ে আমরা একসঙ্গে আগামী দিকে এগিয়ে যেতে চাই। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই আরসিবি ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পদপিষ্টে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারপিছু ২৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এমন মর্মান্তিক ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য ছ'দফা কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে।

ঝুঁকি নিয়ে অ্যাসেজে খেলতে চান কামিন্স

সিডনি, ৩ সেপ্টেম্বর : ঝুঁকি নিয়েও অ্যাসেজের প্রথম টেস্টে খেলতে চান প্যাট কামিন্স। পারথে প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২১ নভেম্বর। লাম্বার বোন স্ট্রেসের জন্য অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট অধিনায়কের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ আপাতত অনিশ্চিত। কিন্তু তিনি অ্যাসেজ ওপেনারে টস করতে নামার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না।

কামিন্সের পিঠের সমস্যা হঠাৎই ধরা পড়েছে। পরে দেখা যায় বিষয়টি গুরুতর। ফলে চিকিৎসকরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা দেখছেন। কামিন্সকে আপাতত বিশ্রামে রাখা হয়েছে। তিনি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি ২০ সিরিজ ও ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে খেলতে পারবেন না। এমনকি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজেও কামিন্সকে অনিশ্চিত মনে হচ্ছে।

এই অবস্থায় অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বলেছেন, অ্যাসেজের শুরুতে থাকতে না পারলে সেটা হৃদয় বিদারক ঘটনা হবে। সুতরাং চেষ্টা করতে হবে যাতে খেলার মতো অবস্থায় থাকা যায়। কিছু ঝুঁকিপূর্ণ ও সাহসি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রিহ্যাব যাতে ভাল হয় সেটা দেখতে হবে। কামিন্স আরও জানিয়েছেন, তিনি কোনও ওয়ার্ম আপ ম্যাচ না খেলেই অ্যাসেজে খেলতে পারবেন বলে আত্মবিশ্বাসী। ১৮-১৯ বছর বয়সে যেভাবে চোট সারিয়ে ফিরে আসতেন, অভিজ্ঞতা দিয়ে তারও আগে মাঠে ফিরতে পারবেন বলে তিনি মনে করেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৩-০ জয়ের পরই চোট সমস্যা শুরু হয়েছিল কামিন্সের। পরে স্ক্যানে ধরা পড়ে এটা এমন এক চোট যার জন্য তাঁকে লম্বা সময় মাঠের বাইরে থাকতে হতে পার। কিন্তু অজি অধিনায়ক তাতেও জিম-প্রস্তুতি বন্ধ করেননি। তবু কামিন্স অ্যাসেজে খেলতে না পারলে নির্বাচকদের স্কট বোল্যান্ড, সিন অ্যাবট, ব্রেন্ডন ডগেট, মাইকেল নিসার ও ঝাই রিচার্ডসনের মধ্যে থেকে বিকল্প বেছে নিতে হবে।

সিএসকে প্রশাসনে ফিরলেন শ্রীনিবাসন

চেন্নাই, ৩ সেপ্টেম্বর : ৮০ বছর বয়সি প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসন ফিরে এলেন চেন্নাই সুপার কিংসের চেয়ারম্যান হয়েই। ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রশাসনে ফিরলেও শ্রীনিবাসনের ভূমিকা মূলত পরামর্শদাতার। সিএসকে-র সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন, শ্রীনির প্রত্যাবর্তন ফ্র্যাঞ্চাইজির জন্য আশীর্বাদ।

সপ্তাহ দুয়েক আগেই সিএসকে-র বোর্ড মিটিংয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন শ্রীনিবাসন। সিইও কাশী বিশ্বনাথন বলেন, সিএসকে'র জন্য খুব ভাল খবর এটা। আমাদের কাছে সেরা ক্রীড়া প্রশাসক তিনি। আমি দারুণ খুশি হয়েছি শ্রীনিবাসন সিএসকে-তে ফিরে আসায়। তিনি কেবল পরামর্শদাতার ভূমিকায় থাকবেন। কারণ, খুব বেশি ভ্রমণ করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা যে কোনও সময় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারব।

সিএসকে কর্তা আরও বলেন, আমরা দু'জনেই চেন্নাইয়ের। ফলে নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ এবং আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেটে ফ্র্যাঞ্চাইজির ম্যানেজমেন্টও তদারকি করবেন তিনি। সিএসকে-র সব কিছুই এখন থেকে শ্রীনির নজরদারিতে থাকবে।

ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন সম্প্রতি আইপিএল থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু সিএসকে-র সঙ্গে অশ্বিনের পুরোপুরি বিচ্ছেদ হয়নি বলে জানিয়েছেন ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তা। বিশ্বনাথন বলেন, অশ্বিন আমাদের অ্যাকাডেমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। আমরা ওর পরামর্শ নিচ্ছি। সিএসকে-র দক্ষিণ আফ্রিকা লিগ ও এমএলসি-তে নিজের নাম নথিভুক্ত করেনি অশ্বিন। শুধু আমিরশাহির লিগে নাম লিখিয়েছে। সেখানে সিএসকে-র দল নেই।

এবার বিগ ব্যাশেও নজর অশ্বিনের

চেন্নাই, ৩ সেপ্টেম্বর : আইপিএল অবসরের পর রবিচন্দ্রন অশ্বিন বলেছিলেন তিনি গ্লোবাল টি ২০ লিগে খেলতে চান। আরব টি ২০ লিগে তাঁর নাম আগেই নথিভুক্ত হয়েছে। এবার অশ্বিনের না জড়ানো বিগ ব্যাশের সঙ্গেও। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে তিনি বিগ ব্যাশে অংশ নিতে চলেছেন বলে খবর।

৩৮ বছরের অশ্বিন ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তা বলেছেন, অশ্বিনের মাপের ক্রিকেটার বিগ ব্যাশে খেললে তার থেকে ভাল আর কিছু হতে পারে না। অশ্বিন একজন চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার। তিনি খেললে শুধু বিগ ব্যাশ ঔজ্জ্বল্য ছড়াবে এমন নয়, আগামি গ্রীষ্মে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটও উপকৃত হবে। তাঁর সঙ্গে যে এটা নিয়ে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কথা হয়েছে সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন অশ্বিনও।

গত অগাস্টে আইপিএল থেকে অবসর নিয়ে অশ্বিন গ্লোবাল টি ২০ লিগে প্লেয়ার কাম কোচের দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা টি ২০ লিগের সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর আরব টি ২০ লিগেও বেশিরভাগ মার্কি প্লেয়ারের সই হয় গিয়েছিল। তাও তাঁকে সেখানে খেলতে দেখা যাবে বলে খবর। এবার তাঁর নজর অস্ট্রেলিয়ান টি ২০ লিগের দিকে। যে লিগে এবার হয়তো বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটারকে দেখা যাবে না টেস্ট সিরিজের জন্য।

বাবর আজম সিডনি সিক্সার্সের হয় খেলে ২.৪ কোটি টাকা পাবেন বলে খবর। ডেভিড ওয়ার্নার সিডনি থান্ডারের হয়ে ম্যাচ পিছু ৮০ হাজার অস্ট্রেলিয়ান ডলার নেন। অশ্বিন গত আইপিএলে সিএসকে থেকে ১০ কোটি টাকা পেয়েছেন। বিগ ব্যাশে তিনি অর্ধেক মরশুম খেললেও ৩ কোটি টাকা পেতে পারেন। সঙ্গে থাকবে ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট ও অন্যান্য ডিল।